উপসংহারঃ (১) التَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা এবং ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি)তথা আল্লাহর স্বরণ প্রসঙ্গ >> পৃষ্ঠা নং- ৫২৪ থেকে পৃষ্ঠা নং-৫৬৪ পর্যন্ত ।

" التَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসা" ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা প্রসঙ্গ ।

সূচনাঃ সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার যিনি মানুষ ও জিন জাতিকে সঠিক পথে চলার জন্যে কতগুলো হুকুম বা নির্দেশ দিয়েছেন। এই হুকুম বা নির্দেশগুলো হচ্ছে তিন প্রকার । যেমন-

১. الْأَمْرُ (আল-আমর) তথা আদেশ ।

২. النَّهْيُ (আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ ।

৩. التَّوْبَةُ (আত-তাওবা) বা ফিরে আসা(অনুতাপ-অনুশোচনা করা)।

উপরোক্ত তিন প্রকার নির্দেশের কার্যকারিতা:

১. মহান আল্লাহ তাআ'লার الْأَمْرُ (আল-আমর) তথা আদেশ পালন হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাথে বন্ধুত্ব ও যোগসুত্রের মাধ্যম ।

২. মহান আল্লাহ তাআ'লার النَّهْيُ (আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ থেকে বিরত থাকা হচ্ছে ইসলামি বিষয়ের সকল ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যম ।

৩. উপসংহারে আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার তৃতীয় নির্দেশ **"التَّوْبَةُ"**(আত-তাওবা) বা ফিরে আসা নামক প্রসঙ্গটি প্রথম আলোচনা করব । **"التَّوْبَةُ"**(আত-তাওবা) বা ফিরে আসা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার الْأَمْرُ (আল-আমর) তথা আদেশ ও النَّهْيُ (আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ থেকে বিরত থাকতে অপরাগ বা ব্যর্থ বন্দাকে الْأَمْرُ (আল-আমর) তথা আদেশ ও النَّهْيُ(আন-নাহয়িউ) তথা নিষেধ বর্জনের কারণে সংঘটিত বা কৃত পাপ প্রত্যাখান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পুনরায় ফিরে আসার জন্যে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশমূলক আদরের আহবান । মহান আল্লাহ তাআ'লার তিনটি হুকুম বা নির্দেশের মধ্যে তৃতীয় নির্দেশ**>>**" التَّوْبَةُ"(আত-তাওবা)**<<** পালনে বা বাস্তবায়নে ব্যর্থ বান্দাকে মহান আল্লাহ তাআ'লা দোযখে নিক্ষেপ করবেন । কারণ সে মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশমূলক আদরের আহবানকে সাদরে গ্রহন করেনি বরং উপেক্ষা করেছে ও প্রত্যাখান করেছে । সেই জন্যেই বর্তমান উপসংহারে আমি **" التَّوْبَةُ(আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসা"** প্রসঙ্গটি সম্পর্কে খুবই গুরুত্বের সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা । এই বিষয়ে এখানে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের আদেশমূলক আয়াতের উদ্ধৃতি ও পরে হাদিস শরীফের বাণী উল্লেখ করব। হাদিস শরীফের বাণীর মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষ জানতে পারবেন **" التَّوْبَةُ(আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসার ফলাফল,উপকারিতা কতটুকু ।**

বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদরমাখা নির্দেশ ও নির্দেশমূলক আদবের আহবানঃ

পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিঃ

(১) (31) تُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ــ سُوْرَةُ النُّوْرِ ــ الْأَيَةُ

অর্থঃ- হে ঈমানদারগণ তোমরা (পাপ থকে বিরত হয়ে) আল্লাহর দিকে ফিরে এসো (তাওবা করো,অনুতপ্ত হও) । তা হলে তোমরা সফল হবে । সুরা আন-নুর,আয়াত নং-৩১ ।

(২) (8) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا ــ سُوْرَةُ التَّحرِيْمِ ـ الْأَيَةُ

অর্থঃ- হে ঈমানদারগণ তোমরা (পাপ বিরত হয়ে) আল্লাহর দিকে খালেসভাবে ফিরে এসো(তাওবা করো, অনুতপ্ত হও) ।সুরা আত-তাহরিম,আয়াত নং-৮ ।

উপরে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতেই **(১ ও ২)** মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে **"التَّوْبَة"** (আত-তাওবা বা অনুতাপ-অনুশোচনা) বা পাপ থেকে ফিরে আসার জন্যে আদরমাখা নির্দেশ দিয়েছেন । পরবর্তীতে উপরে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াতে **(১ ও ২)** বর্ণিত বিষয়াবলী বাস্তবে পালনকারী বন্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

(৩) (222) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ــ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةُ

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন (অনুতপ্ত বান্দাদেরকে ভালবাসেন) এবং পরিচ্ছন্নতা প্রিয়দেরও ভালবাসেন । সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২২২ ।

হাদিস শরীফের উদ্ধৃতিঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَلاَ عَبْدٌ سَسْأَلْنِي فَأُعْطِيَهُ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ ــ مسند أحمد - (4354)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: কোন বান্দা এমন আছ কি সে আমার নিকট চাইলে আমি তাকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত দিব। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৩৫৪।

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ــ مسند أحمد (19838+19928) অর্থঃ- হযরত আবু মুসা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা পশ্চিম দিক থেকে সুর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত রাতের পাপী التَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করার জন্যে দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন আর দিনের পাপী التَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করার জন্যে রাতের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৯৮৩৮+১৯৯২৮।

"النَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা, ফলাফল ও উপকারিতা এবং নেক কর্ম করার তাওফিকের বর্ণনা ।

"النَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসা" ব্যতীত বান্দা পবিত্র হয়না । আর বান্দা পাপ বা গুনাহ থেকে পবিত্র না হলে তার কোন নেক বা ভাল কর্ম আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনীয় হয় না । যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (27) অর্থঃ- আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন । সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং-২৭ ।

পাপ বা গুনাহে নিমজ্জিত বান্দার জন্য পুনরায় নতুন করে সুন্দর জীবন গঠন করার জন্য ও নতুন করে আমল শুরু করার জন্য এবং তার কৃত নেক বা ভাল কর্ম আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনীয় হওয়ার জন্য "النَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে)ফিরে আসার" প্রয়োজন হয় ।

হাদিস শরীফের বাণীঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةَ سَوْدَاءُ فِى قَلْبِهِ (১) فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِى كِتَابِهِ ((كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ـ)) سنن ابْنُ مَاجَه ـ (4244)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: " নিশ্চয় মুমিন যখন পাপ করে তখন তার ক্বালব বা হৃদয়ে কালো দাগ পড়ে, যদি সে তাওবা করে আর সে (তা হৃদয় থেকে কালো দাগ) বের করে দেয় ও الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার ক্বালব বা হৃদয় পরিস্কার হয়ে পড়ে,যদি পাপ বেড়ে যায় তখন কালো দাগও বেড়ে যায়। এটাই হচ্ছে (হৃদয়ের)মরীচা যার বিষয়ে আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন **((كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ))** অর্থঃ-কখনো না, বরং তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের হৃদয়ে মরীচা পড়ে গেছে ।সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪২৪৪ ।

عَنِ ابْنِ مَعْقِلَ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ "النَّدَمَ تَوْبَةٌ " ـ سنن ابْنُ مَاجَه ـ (4252)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মা'কিল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহর নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনি: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "অনুশোচনাই হচ্ছে তাওবা" । সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ " كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرٌ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَابُوْنَ" ـ سنن ابْنُ مَاجَه ـ (4251)

অর্থঃ-হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ প্রত্যেক আদম সন্তান ই পাপী, পাপীদের মধ্যে তাওবাকারীই হচ্ছে উত্তম । সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২।

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ " النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ (১) لَهُ ـ سنن ابْنُ مَاجَه ـ (4250)

অর্থঃ-হযরত উবায়দাতা বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ পাপ থেকে তাওবকারী হচ্ছে তার মত যার গুনা বা পাপ নেই(নিস্পাপ) ।সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫০ ।

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ ـ

سنن ابْنُ مَاجَه ـ (4248)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যদি তোমরা পাপ করেই থাক এমনকি তোমাদের পাপসমূহ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর তোমরা তাওবা তথা পাপ থেকে ফিরে আস তিনি(আল্লাহ) তোমাদের তাওবা গ্রহণ করবেন । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৪৮ ।

(৩) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَ عَبْدِ اللهِ أَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثَيْنِ: حَدِيْثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ، مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ،مَعَهُ رَاحِلَةٌ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَبُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَ قَدْ ذَهَبَتْ فُطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيْ الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ، فَأَنَامَ حَتَّى أَمُوْتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُرْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ ــ مُسْلِمُ (2744)

অর্থঃ-হযরত হারিছ বিন সুওয়াইদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহকে তাঁর রোগক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গেলে তিনি আমাদেরকে দুটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করলেন ।একটি হাদিস শরীফ নিজ থেকে অন্যটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে। তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবা করাতে বিপদজনক মরুভুমিতে পড়ে থাকা এমন একজন লোকের চেয়ে বেশী আনন্দিত যার সাথে বাহন আছে, এর উপর খাদ্য ও পানীয়ও আছে,অতপর সে ঘুমিয়ে গেলে জাগ্রত হয়ে দেখে বাহনটি চলে গেছে,অতপর সে উহা অনুসন্ধান করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে গেল । তারপর সে বলল: আমি আমার সেই যায়গায় ফিরে যাব যেখানে আমি ছিলাম, আমি মৃত্যু পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকব, অতপর সে তার মাথা মরে যাওয়ার জন্যে তার বাহুতে রাখল ।জাগ্রত হয়ে সে তার বাহনটিকে উহার উপর পাথেয়,খাদ্য ও পানীয়সহ তার নিকট দেখতে পেল । আল্লাহ তাআ'লা বাহন ও পাথেয়সহ এই লোকটির চেয়ে বেশী আনন্দিত । মুসলিম শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২৭৪৪+সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস মরীফ নং-৪২৫৭। উপরোক্ত **৩নং** হাদিস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, তাওবাকারী বান্দার তাওবাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা অত্যাধিক আনন্দিত ।

(8) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ وَيَقُوْلُ لَهُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ قَالَ: ثُمَّ يُعْطِى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَ الْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ــ ـ مسند أحمد (5537)

অর্থঃ-হযরত সাফওয়ান বিন মুহরিয (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনু ওমরের(রাদিআল্লাহু আনহু) হাত ধরে ছিলাম এমনি সময়ে তাঁর নিকটে একজন লোক উপস্থিত হয়ে বলল: আপনি কিয়ামত দিবসে (আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার)গোপন কথা বা নিভৃত আলাপ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কেমন বলতে শুনেছেন? তিনি(ইবনু ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুমিনকে তাঁর নিকটে এনে তিনি তাঁর ছায়া বা পর্দা মুমিনের উপর রেখে মানুষ

থেকে গোপন করে বা আচ্ছাদিত করে তার পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে তাকে বলবেন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন শেষ পর্যন্ত তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা)যখন তার সব পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে দেখবেন যে,সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে(ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হচ্ছে) তখন তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা)তাকে বলবেন আমি নিশ্চয় তোমার পাপগুলো দুনিয়াতেই তোমার নিকটে গোপন করেছিলাম আজকের দিনে তোমাকে মাফ করে দিব। তিনি(ইবনু ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: অতপর তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) তাকে তার নেককর্মের কিতাব বা আমলনামা দিবেন । আর কাফির ও মুনাফিকদের বেলায় স্বাক্ষীগণ বলবেন, এরা তাদের প্রভুর উপর মিথ্যাচার করেছে, সাবধান আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাৎ জালিমদের উপর । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৫৩৭।

(৫) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنِ عُمَرَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِى النَّجْوَى قَالَ يُدْنُوْ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أَى يَسْتُرُهُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَتَعْرِفُ فَيَقُوْلُ رَبِّ أَعْرِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَتَعْرِفُ فَيَقُوْلُ رَبِّ أَعْرِفُ،يَعْنِي فَيَقُوْلُ أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَأَنَ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ وَ يُعْطِى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَ الْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ ((هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ)) ــ مسند أحمد (5930)

অর্থঃ- হযরত সাফওয়ান বিন মুহরিয (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ইবনু ওমর তাওয়াফ করছেন এমনি সময়ে একজন লোক উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল:হে আব্দুর রহমান, আপনি কিয়ামত দিবসে (আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার)গোপন কথা বা নিভৃত আলাপ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে কেমন বলতে শুনেছেন? তিনি(ইবনু ওমরের রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: মুমিনকে তাঁর প্রভুর নিকটে আনা হবে যেন সে ভেড়ার বাচ্চা, অতপর তিনি তাঁর ছায়া বা পর্দা মুমিনের উপর রেখে মানুষ থেকে গোপন করে বা আচ্ছাদিত করে তাকে বলবেন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন, তুমি কি এই পাপটি চিন অর্থাৎ তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) (তাকে) বলবেন আমি নিশ্চয় (তোমার)পাপগুলো দুনিয়াতেই তোমার নিকটে গোপন করেছিলাম আজকের দিনে তোমাকে মাফ করে দিব। আর তিনি(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) তাকে তার নেককর্মের সহীফা বা আমলনামা দিবেন । আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে স্বাক্ষীগণের নিকটে ডাকা হবে(উপস্থিত করে বলবেন), এরা তাদের প্রভুর উপর মিথ্যাচার করেছে, সাবধান আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাৎ জালিমদের উপর । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৫৩০।উপরোক্ত **৪ ও ৫ নং** হাদিস শরীফ থেকে জানতে পারলাম যে, সত্যিকার তাওবাকারী মুমিন বান্দাকে তার পাপ সম্পর্কে পর্দার ভিতরে গোপনে কথা বা নিভৃত আলাপ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন এমন অত্যাধিক সম্মাণ প্রদর্শন করবেন যেমন একজন সত্যিকার আলিমকে কিয়ামতের দিন সম্মাণ করবেন । মুমিন বান্দাকে মহান আল্লাহ তাআ'লা কখনো অসম্মাণ করবেন না। কারণ, মুমিন বান্দা মহান আল্লাহ তাআ'লার অধিক সম্মাণিত । যেমন- হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:----------

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ ـ "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤمِنِ في المعجم الاوسط للطبراني (6084+8356)"

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট মুমিনের চেয়ে কোন বস্তুই অধিক সম্মাণিত নেই" । আল- মু'জামুল আওসাত,হাদিস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪ ।

তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত ভাষ্য মোতাবেক প্রত্যেক সাধারণ মুমিন-মুসলিমকে তাকে আল্লাহ প্রদত্ত তার এই সম্মাণ টুকু মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তার জন্যে বড় নিআ'মত মনে করে ধরে রাখা উচিৎ । কিন্তু অধুনা বা আধুনিক কালের **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ অনুসারী শিষ্ট ও সভ্যজন ব্যতীত"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট অশিষ্ট ও অসভ্য আলিম-উলামাগণের মত হয়ে বা তাদের অনুসারী হয়ে উপরে বর্ণিত আল্লাহ প্রদত্ত সম্মাণটুকু নষ্ট না করতে বা না হারাতে প্রত্যেক সাধারণ মুমিন-মুসলিমকে বিনীত অনুরোধ করলাম । অধুনা বা আধুনিক কালের **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ অনুসারী শিষ্ট ও সভ্যজন ব্যতীত "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণকে অসভ্য ও বেআদব বা অশিষ্ট বলার কারণ এই যে, তারা অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর বিভিন্ন গুণ,জ্ঞানকে বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে প্রত্যাখান করে ।

যেমন তারা বলে, **(১)** অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" নেই।** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নেই বলে মন্তব্য করা তাদের একটি বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতা । তারা যদি আদবী তথা শিষ্ট হত তবে তারা ভদ্র ভাষায় বলত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** আছে বা নেই আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। আমরা জানিনা।

যেমন তারা আরো বলে, **(২)** অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা **সৃজনশীল গুণসম্পন্ন** নবী নন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **সৃজনশীলগুণ** নেই বলে মন্তব্য করা তাদের আরো একটি বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতা । অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সর্বত্র হাজির-নাজির হওয়া হচ্ছে তাঁর একটি সৃজনশীলগুণ । তারা যদি আদবী তথা শিষ্ট হত তবে তারা এখানেও ভদ্র ভাষায় বলতে পারত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাজির-নাজির হওয়ার মত সৃজনশীলগুণ আছে বা নেই আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। আমরা জানি না । তারা যদি বিভিন্ন দল-উপদলের অনুসারী না হয়ে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ওহীপ্রাপ্ত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ হত তা হলে তারা বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন" ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন হওয়া অস্বীকার** করত না । তারা বেআদব তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন" ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন হওয়া** অস্বীকার করায় তাদেরকে বেআদব তথা অশিষ্ট **বলা হয়েছে । আর** বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে কটাক্ষ করে অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন" ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন** নয় ঘোষণা দিয়ে বিষয়টি উচ্ছৃঙ্খলার সাথে হৈচৈ করে ওয়াজ-মাহফিলে, সম্মেলনে, সেমিনারে, মসজিদে এবং বিভিন্ন মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করে মুসলিম মানুষের মনে আদব তথা শিষ্টাচারিতা ও ভদ্রতা, সভ্যতা ও ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলা ও উগ্রতা শিক্ষা দেওয়ায়

তাদেরকে অসভ্য বলা হয়েছে । **ফলশ্রুতিতে** একে অপরের প্রতি ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভুতি ও সহনশীল মনোভাবও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে চলছে । এইরূপে বেআদবী তথা অশিষ্টাচারিতার সাথে ও অভদ্রভাবে মন্তব্য করে অসভ্য হওয়ায় আলিম-উলামাদের জন্যে সংরক্ষিত সম্মাণ-মর্যাদা থেকেও কিয়ামত দিবসে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ বঞ্চিত হবে । কিয়ামত দিবসে আলিম-উলামাদের জন্যে সংরক্ষিত সম্মাণ-মর্যাদার নমুনা বা উদাহরণ হচ্ছে- যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنْ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْقُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَ حُكْمِي فِيْكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَاكَانَ فِيْكُمْ ، وَلاَ أُبَالِي – المعجم الكبير لِطبَرَانِي - - (1364)

অর্থ- হযরত ছা'লাবা বিন আল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তিনি আলিমগণকে সম্বোধন করে বলবেন আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি শুধু এই জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন (তোমরা যা কিছু করেছ না কেন) তা সত্বেও আমার ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব ।এতে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না । আল মু'জামুল কাবির,তবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৩৬৪ ।

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : "يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَمِيْزُ الْعُلَمَاءَ ، فَيَقُوْلُ : يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعَذِّبَكُمْ ،إِذْهَبُوا، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " المعجم الاوسط لِطبَرَانِي –(4264)

অর্থ- হযরত আবু মুসা আল আশআ'রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন । অতপর: আলিমগণকে পৃথক করবেন (অন্য এক যায়গায় সমবেত করে)বলবেন, আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবার জন্য তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রাখি নাই(আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবার জন্যেই তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রেখেছি)। যাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । আল মু'জামুল আওসাত,তবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪২৬৪ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَجْمَعُ اللهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : إِنِّي لَمْ أَجْمَعْ حِكْمَتِي فِى قُلُوْبِكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ بِكُمْ الْخَيْرَ، إِذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَاكَانَ مِنْكُمْ – مُسْنَدُ أَبِي حَنِيْفَةَ .

অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন আলিমদেরকে একত্রিত করবেন । অতপর: (আলিমগণকে) বলবেন, আমি তোমাদের কল্যাণের ইচ্ছা ব্যাতীত তোমাদের বক্ষে আমার হিকমাত বা জ্ঞান রাখি নাই । তোমরা জান্নাতের দিকে যাও, তোমাদের থেকে যাই হউক না কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । মুসনাদু আবু হানিফা ।

অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" এবং সৃজনশীলগুণ** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে **পৃষ্ঠা নং- ৩৪১** (২ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)>> **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** কি? আমাদের নবীমুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"**

আছে কি ? এবং **পৃষ্ঠা নং- ৪৭৯** পরিশিষ্টঃ "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

পাপ বা গুনাহ থেকে "النَّوْبَةُ" (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার কারণে নেক কর্ম করার তাওফিকের বর্ণনাঃ

عَنْ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا اسْتَعْمَلَهُ ؟ قَالَ: يَهْدِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ ــ مسند أحمد (17490)

অর্থঃ-হযরত ওমর জুমা'ই থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণ চান তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে কাজে লাগান, সম্প্রদায়ের একজন লোক তাকে(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) জিজ্ঞাসা করল কি কাজে তাকে লাগাবেন ?তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আল্লাহ তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে সৎ আমল বা সৎ কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং এর উপরই তাকে মৃত্যু দিবেন ।। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৪৯০ ।

পাপ বা গুনাহর প্রকার প্রসঙ্গঃ

উপরে আমি এতক্ষণ **"النَّوْبَةُ"** (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার ফলাফল ও উপকারিতার বর্ণনা করেছি । এখন আমি **"النَّوْبَةُ"** (আত-তাওবা) বা (পাপ থেকে) ফিরে আসার পদ্ধতি, পাপ বা গুনাহর প্রকার ও কোন কোন পাপ থেকে ফিরে আসতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الدَّوَاوِيْنُ عِنْدَ اللهِ ثَلاَثَةٌ، دِيْوَانٌ لاَ (১) يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا وَ دِيْوَانٌ لاَ يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا وَ دِيْوَانٌ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ، فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ بِاللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ((إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ ، أَوْ صَلاَةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لاَ يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لاَ مُحَالَةَ ــ مسند أحمد - (26671))

অর্থঃ-হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহর নিকট দপ্তর বা খাতা তিনটি। **(১)** এক প্রকার দপ্তর বা খাতা আছে যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বই দেন না, **(২)** এক প্রকার দপ্তর বা খাতা আছে যার থেকে আল্লাহ কিছুই বাদ বা ছাড় দিবেন না, **(৩)** এক প্রকার দপ্তর বা খাতা আছে যা (এতে লিখিত আছে)আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তবে, **(১)** যেই দপ্তর বা খাতা (এতে লিখিত আছে)আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তা হচ্ছে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব তৈরী করা, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন- **(((إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ــ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ــ الْأَيَةُ (72)))** অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।))

(২) যেই দপ্তর বা খাতার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বই দেন না তা হচ্ছে **ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ** তথা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে নিজের সাথে অবিচার করা, যেমন- এক দিনের রোজা সে ছেড়ে দিয়েছে অথবা নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ইচ্ছে করলে তা মাফ

বা ক্ষমা করে দেবেন **(৩)** যেই দপ্তর বা খাতার কিছুই আল্লাহ বাদ বা ছাড় দিবেন না তা হচ্ছে **ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا** তথা বান্দাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করা । এ বিষয়ে কিসাস বা প্রতিশোধ অবশ্যই । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭১।

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ذَنْبٌ يُغْفَرُ، وَذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ، وَذَنْبٌ يُجَازَى بِهِ، فَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِيْ لاَ يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللهِ، وَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِيْ يُغْفَرُ فَعَمَلُكَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، وَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِيْ تُجَازَى بِهِ أَخَاكَ " ــ (7595) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- অর্থঃ-হযরত আবুহুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: **(১)** এক প্রকার পাপ আছে যার যা ক্ষমা করা হবে, **(২)** এক প্রকার পাপ আছে যা ক্ষমা করা হবে না, **(৩)** এক প্রকার পাপ আছে যার বিনিময় দেওয়া হবে, । তবে, **(১)** যেই পাপ ক্ষমা করা হবে না তা হচ্ছে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব তৈরী করা, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন-**((إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ـ (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (72)** অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।**))** **(২)** যেই পাপ ক্ষমা করা হবে তা হচ্ **عَمَلُكَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ** তথা তোমার ও তোমার প্রভুর মধ্যকার বিষয় **(৩)** আর যেই পাপের কারণে(তোমার থেকে) তোমার ভাইকে বিনিময় দেওয়া হবে । আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৯৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ এই কথা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর নিকট পাপসমূহ লিপিবদ্ধ রাখার দপ্তর বা খাতা তিনটি। এই দপ্তর বা খাতা তিনটির মধ্যে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব বিষয়সম্পর্কীয় দপ্তর বা খাতাটি অত্যন্ত জটিল । **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব বিষয়সম্পর্কীয় পাপসমূহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছন এই জন্য যে, **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব বিষয়টি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজবা একান্ত সত্তাতে এবং তাঁর সত্তার ইতিবাচক গুণাবলীতে **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** হস্তক্ষেপ কারী মহা অপরাধ । এই পাপ থেকে ক্ষমা পেতে চাইলে বান্দাকে সর্বপ্রথম **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব ত্যাগ করতে হবে । তারপর উক্ত পাপ থেকে الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হবে । মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনার পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী ও রাসুল জেনে তাঁর সাহাবীদের(রাদিআল্লাহু আনহম)অনুরূপ **([1])**

([1]) সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ই'শক-মহব্বত তথা ভালবাসা ব্যাতিত যারা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করে এবং আদেশ-নিষেধ মানে এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাদের এরূপ বিশ্বাস বা ঈমান মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম) ঈমানের প্রসংশা করে (রাদিআল্লাহু আনহুম) বলেন------ **"فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ،"** (অর্থঃ- "যদি তারা তোমাদের ন্যয় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনূরূপ ঈমান আনয়ন করবে তাঁদের ঈমানই মহান আল্লাহ তাআ'লা

পুনরায় ঈমান আনতে হবে । উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী ও রাসুল সম্পর্কে জানতে **পৃষ্ঠা নং- ৪৭৯** পরিশিষ্টঃ "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গঃ

পাপ বা গুনাহ করতে করতে বান্দার হৃদয়ে মরীচা পড়ে যায় ।সেই মরীচা দূর করতে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট **اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা** চাওয়া লাগে ।

যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------

عَنْ أَنَسِ إِبْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" إِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأً " قَالُوا : فَمَا جَلاَؤُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : " جَلاَؤُهَا الْإِسْتِغْفَارُ " (6894) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয় ক্বালব বা হৃদয়ের মরীচা আছে" । তারা(সাহাবীকেরামগণ রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন: এটা দূর করার ব্যবস্থা কি ইয়া রাসুলাল্লাহি? তিনি বললেন: এটা দূর করার ব্যবস্থা হল **اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা** । আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস শরীফ নং-৬৮৯৪ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَقُوْلُ :قَالَ النَّبِي صلي الله عليه وسلم "طُوْبَى لِمَنْ وُجِدَ فِى صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا ـ سنن ابن ماجه (3818)অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লা বিন বুসর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "যা সাহিফাতে(আমলনামাতে)বেশী বেশী **"اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা"** পাওয়া যাবে তার জন্য খোশখবরী রয়েছে ।সুনানু ইবনু মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-৩৮১৮ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: " مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ "ـ سنن ابن ماجه (3819)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে **"اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা"তে** লেগে থাকবে আল্লহ তার জন্য প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে **"সস্তি বা আরাম"** ও প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে **"বের হবার পথ"** তৈরী করে দেবেন এবং ধারণা বহির্ভুত স্থান থেকে রিজিক(জীবিকা) দেবেন। সুনানু ইবনু মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-৩৮১৯ ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا ـ ـ سنن ابن ماجه (3820)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলতেন: (**اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا**)"হে আল্লাহ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা ভাল কর্ম করে(সুন্দর আচরণ করে) আনন্দিত হয়, আর তারা মন্দ কর্ম(মন্দ

গ্রহণ করবেন। আর যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবেনা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাক্তিবর্গ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অতএব, উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য **মানদন্ড।**

আচরণ করে) করলে الْإِسْتِغْفَارُ **(ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা-প্রার্থনা করে "**। সুনানু ইবনু মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-৩৮২০ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلاً أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ , أَوْ قَالَ: عَمِلْتُ عَمَلاً ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي،ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ، أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ،فَقَالَ:" رَبِّ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا آخَرَ،فَقَالَ: عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ ،فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ، أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ،فَقَالَ:" رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ قَالَ: عَبْدِي عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ،أُشْهِدُ كُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي،فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ ـ مسند أحمد - (8063)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন নিশ্চয় একজন লোক পাপ করে করে বলে যে, আমি গুনাহ করেছি অথবা বলে যে, আমি পাপের কাজ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন,এতে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করেছে,অতপর সে জানে যে, তার একজন প্রভু আছে,গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর, সে দ্বিতীয় গুনাহ করেছে অথবা সে বলে আমি আরো একটি গুনাহ করেছি,অতপর সে বলে: হে আমার প্বভু, আমি গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, এতে তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেন: অতপর বান্দা জানে যে, তার একজন প্রভু আছে,গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর, সে আরেকটি গুনাহর কাজ করেছে অথবা সে আরো একটি গুনাহ করেছে, অতপর সে বলে: হে আমার প্বভু, আমি গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, এতে তিনি(আল্লাহ) বলেন: অতপর বান্দা জানে যে, তার একজন প্রভু আছে,গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন, আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী রাখলাম যে, নিশ্চয় আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম । সে যা ইচ্ছে তাই করুক। মুসনাদু আহমাদ ষরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৬৩ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْلِي ذَنْبِيْ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،قَالَ: فَيَقُوْلُ اعْمَلْ مَا شِئْتَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ـ مسند أحمد - (10523)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর প্রভু থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করে বলে হে অমার প্রভু, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন । এতে তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করেছে, অতপর সে জানে যে, তার একজন প্রভু আছে,গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তাকে ধরবেন (তিনবার), আল্লাহ বলেন: তুমি যা ইচ্ছে তাই করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম । মুসনাদু আহমাদ ষরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৫২৩ ।

তাওবার অধ্যায়ে <u>পাপ বা গুনাহর প্রকার প্রসঙ্গ</u> পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদিস শরীফ মোতাবেক তিন প্রকার পাপ বা গুনাহগুলোর পযায়ক্রমিক নাম হচ্ছে যথাক্রমে—

(১) الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব ।

(২) ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ তথা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে নিজের সাথে অবিচার, অন্যায় আচরণ করা।

(৩) ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا তথা বান্দাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করা।

উপরোক্ত তিন প্রকার পাপ বা গুনাহগুলো থেকেই একজন বান্দাকে **الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা-প্রার্থনা** করতে হবে । নিম্নে তিন প্রকার পাপ বা গুনাহগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল ।

(১) الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদারিত্ব ।

الشِّرْكُ (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত ও হাদিস শরীফ রয়েছে । এখানে কয়েকটি আয়াত ও হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

(ক) (13) (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ سُوْرَةُ لُقْمَانَ الْأَيَةُ

অর্থঃ-নিশ্চয় **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন করা গুরুতর জুলুম ।সুরা লোকমান, আয়াত নং-১৩ ।

(খ) وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيْحُ فِى مَكَانٍ سَحِيْقٍ ـ سُوْرَةُ الْحَجِّ ـ الْأَيَةُ (31)

অর্থঃ- যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দুরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল ।সুরা হজ্ব, আয়াত নং-৩১ ।

(গ) إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا ـ سُوْرَةُ (النِّسَاءِ الْأَيَةُ (48))

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে ।এ ছাড়া তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যাকে ইচ্ছা, ।যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । ।সুরা নিসা, আয়াত নং-৪৮ ।

(ঘ) إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا ـ سُوْرَةُ (النِّسَاءِ الْأَيَةُ (116))

অর্থঃ-নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে ।এ ছাড়া (এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ) যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন । আর যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে ,সে সুদুর ভ্রান্তিতে পড়ে । ।সুরা নিসা, আয়াত নং-১১৬ ।

(ঙ) (72) (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ـ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ـ الْأَيَةُ

অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । ।সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।

হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ ، لَيَغْفِرُ لِعَبْدٍ مَالَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ـ مسند أحمد - (21924)

অর্থঃ হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্দা(**الْحِجَابُ**) পড়ে যাবে । তাঁরা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, পর্দা(**الْحِجَابُ**) কি? তিনি বললেন: প্রানী(মানুষ,জিন ও অন্যাণ্য প্রানী)মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৯২৪।

সর্বপ্রথম **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নামক পাপ বা গুনাহর বিষয়টি নিয়েই আলোচনা শুরু করছি ।মহান আল্লাহ তাআলাই তাওফিক দাতা ।

الشِّرْكُ (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বিষয়টি হচ্ছে অত্যন্ত জটিল পাপ।তাই,সর্বপ্রথম এখানে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নেই । **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন অর্থ হচ্ছে আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি এবং তাঁর সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । যে কোন মাখলুক, পরিচিত কথায় মানুষ-জিনের মধ্য হতে যে কেউ আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করবে বা সমকক্ষতা স্থাপন করবে তার এই দাবী হচ্ছে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন । এই ধরনের পাপ তথা **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপনম্পর্কীয় পাপ আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করবেন না বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেনঃ>> **إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ـ سُوْرَةُ الْمائِدَةِ ـ الْأَيَةُ (72)** অর্থঃ-নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । ।সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৭২ ।))

। যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষ বা জিন আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করবে না বা সমকক্ষতা স্থাপন করবে না বা আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী না করে বা সমকক্ষতা স্থাপন না করে সে যে কোন গুণ, জ্ঞান ও শক্তি দাবী করুক না কেন তা কোন অবস্থাতেই **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না (²)। যেমন মানুষ-জিনের মধ্য হতে যে কেউ ইবাদতে রিয়াজত-সাধনা করে ফরজ-নফল ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে **صِبْغَةَ اللهِ** (সিবগাতাল্লাহ)তথা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়ে **(মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণের [রাদিআল্লাহু আনহুম] প্রশংসায় বলেনঃ (138) صِبْغَةَ اللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً تت سُوْرَةُ الْبَقَرَة الْأَيَةُ আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করছি। আল্লাহর রং এর চাইতে সুন্দর[উত্তম] রং আর কার হতে পারে । সুরা আল বাকারা,আয়াত নং-১৩৮।)** গুণ, জ্ঞান ও শক্তির উচ্চস্তরে পৌঁছেন তখন মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় থাকেনা ।এমতাবস্থায় বান্দা নিজ স্থানে অবস্থান করেই সারা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পারেন,ধরতে পারেন,শুনতে পারেন এবং সারা বিশ্বের সব যায়গায় মূহুর্তে

(²) যেমন-"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ কারো উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতে দেখলে বিশেষকরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অধিক প্রশংসা করতে দেখলে বলে ফেলে এরূপ প্রশংসা করা হচ্ছে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন । তাদের এরূপ বলার কারণ হল, তারা মুনাফিক মুসলিম । তারা **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্বের সংজ্ঞাই জানে না । আল্লাহ তাআ'লা সম্পর্কে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপনের সংজ্ঞা ও অর্থ হচ্ছে আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি এবং তাঁর সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষ বা জিন আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করবে না বা সমকক্ষতা স্থাপন করবে না বা আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী না করে অথবা একজন মানুষ বা জিন আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা স্থাপন না করে সে যে কোন গুণ, জ্ঞান ও শক্তি দাবী করুক না কেন তা কোন অবস্থাতেই **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না ।

যেতে পারেন ও উপস্থিত থাকতে পারেন । এই উন্নত স্তরের মুমিন মানুষকেই হাজির–নাযির হিসেবে অভিহিত করা হয় । সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেও হাজির–নাযির বলা হয়ে থাকে ।"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)সর্বনিকৃষ্ট আলিম–উলামাগণ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরে পৌঁছতে অপরাগ ও অক্ষম বিধায় তারা গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে অস্বীকার করে এবং গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলে অভিহিত করে । অথচ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তর হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিআ'মত । গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরের আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকেই **وَلِىُّ اللهِ** (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলে ।

গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- ৩৪১ (২ নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়)>> "عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" কি? আমাদের নবীমুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" আছে কি ? এবং পৃষ্ঠা নং- ৪৭৯ পরিশিষ্ট>>"আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলতে শুধু একটিই আর তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ,জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । অন্যথায় কারো গুণ, জ্ঞান ও শক্তির যতই বেশী প্রশংসা করা হউক না কেন তা কোন অবস্থায়ই **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না ।

এখানে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হওয়ার বিষয়ে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । যেমন একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড অংশে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কিয়ামতের সময় কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَحَدِّثْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللهِ فِى خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ هُوَ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ ـ34) ـ مسند أحمد - (2972)))

অর্থঃ–তিনি (হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমার নিকট বর্ণনা করুন, কখন কিয়ামত হবে? রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: সুবহানাল্লাহ! পাঁচটি বিষয় **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এগুলোকে তিনি(আল্লাহ) ছাড়া কেউ জানে না । যেমন–** ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) সুরা লুকমান, আয়াত নং–৩৪,। কিন্তু আপনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) চাইলে আমি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) আপনাকে কিয়ামতের নিদর্শন বলে দিতে পারি । তিনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে বর্ণনা দিন । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: যখন আপনি দেখবেন দাসী তার পুরুষ প্রভু বা মহিলা প্রভুকে জন্ম দিবে, যখন আপনি দেখবেন বস্তুর

মালিকেরা অট্টালিকা নিয়ে অহংকার করছে, যখন আপনি দেখবেন খালি পা,ক্ষুদার্থরা,অভাবীরা মানুষের নেতা হচ্ছে তা হলে উহা হচ্ছে কিয়ামতের আলামত ও নিদর্শন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৭২।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তাসম্পর্কীয় চারটি বিষয়ের মধ্যে **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত কারো মধ্যে আছে কেউ দাবী করলে তা হবে **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন । কারণ, **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** হচ্ছে মহান আল্লাহর ইতিবাচক গুণাবলীর **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)**[3] অন্তর্ভুক্ত একটি গুণ । তাই, **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক গুণটি দাবী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের সমকক্ষতা দাবী করা যা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিজ বা একান্ত সত্তাতে এবং তাঁর সত্তার ইতিবাচক গুণাবলীতে **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** হস্তক্ষেপ কারী মহা অপরাধসম্বলিত **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন এবং **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি কারো মধ্যে থাকবে না মর্মে মহান আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণাও দিয়েছেন । তবে হা, **وَحْيُ (ওহী) তথা প্রত্যাদেশ** মারফত **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি থেকে কিছু কিছু জ্ঞান মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে অবহিত করে থাকেন । **وَحْيُ (ওহী) তথা প্রত্যাদেশ** মারফত **"عِلْمُ الْغَيْبِ" (ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নামক বিষয়টি থেকে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা বা অর্জন করা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নহে । উপরাক্ত বর্ণনা ছাড়াও এখানে **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন সম্পর্কে আরো বাড়তি কিছু আলাপ করে নিতে চাই এই জন্য যে, যাতে করে মুসলিম মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারে কোনটি **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন আর কোনটি **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয় । যেমন-কোন কিছুর আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে আন্দাজ-অনুমান করে কিছু বলা বা সতর্ক অবলম্বন করা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নহে । যেমন উপরোক্ত হাদিস শরীফেই কিয়ামতের আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে । উক্ত আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ও লক্ষণ জানার কারণে কেউ যদি বলে কিয়ামত হয়ে যাবে তবে তা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবেনা । ঠিক তেমনিভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বা আকাশ গভীর কাল দেখে যদি বলে যে, বৃষ্টি হবে বা তুফান হবে তবে তা **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবেনা । এইরূপ বলা হয় শুধু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বা আকাশ গভীর কাল দেখে বৃষ্টি হবে বা তুফান হবে ধারনা করে সতর্কতা অবলম্বন করা

([3]) মহান আল্লাহর ইতিবাচক গুণাবলী **(الصِّفَاتُ الْإِيْجَابِيَّةُ)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩৫৪ **(৩ নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ>>**
"আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান সৃষ্টির সঠিক তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা" প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।

الشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয় । এই রকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যে গুলো **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয়, উপরের উদাহরণসমূহের সাথে এবং নিম্নে প্রদত্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলিয়ে নেবেন। যেমন- হাদিস শরীফে আছে---**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطِ مَائِلٍ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ، فَقِيْلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفُوَاتِ ـ مسند أحمد ـ (8787)**

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কোন দেয়াল অথবা ঢালু প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে দ্রুত হাটলেন বা চললেন, ফলে তাকে বলা হল:(দ্রত হাটলেন বা চললেন ?)তিনি বললেন: আমি হঠাৎ বা আকস্মিক মৃত্যু অপছন্দ করি । মুসনাদু আহমাদ ষরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৭ ।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফখানাতে বর্ণিত ঘটনাটি চক্ষুষ্মান ও জ্ঞানী-গুণীদের জন্য কোনটি **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন আর কোনটি **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয় তা বুঝার জন্য বা বোধগম্যের জন্য একটি জ্বলন্ত উদাহরণ । উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, ঢালু প্রাচীর দেখে প্রাচীর ভেঙ্গে উপরে পড়ে মৃত্যুর হতে পারে সম্ভাবনা মনে করে বা পড়ন্ত প্রাচীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে আলামত অনুমান করে পড়ন্ত প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে দ্রুত হেটে গেলেন । এইরূপ অনুমান বা ধারণা মনে সৃষ্টি হওয়া এবং সে মোতাবেক সতর্কতা অবলম্বন করা **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন নয় ।

কিন্তু "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ অযথা অনেক বিষয়েই এমনকি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বা আকাশ গভীর কাল দেখে বৃষ্টি হবে বা তুফান হবে মন্তব্য করাকেই শুধু শুধু বানায়োটিভাবে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলে ঘোষণা দিয়ে বিষয়টি উচ্ছৃঙ্খলার সাথে হৈচৈ করে ওয়াজ-মাহফিলে, সম্মেলনে, সেমিনারে, মসজিদে এবং বিভিন্ন মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করে মুসলিম মানুষের মনে আদব তথা শিষ্টাচারিতা ও ভদ্রতা, সভ্যতা, শান্তভাব ও ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উগ্রতাই শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং অশান্তির সয়লাবই প্রবাহিত করে থাকে। মনে রাখবেন **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলতে শুধু একটিই আর তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ, জ্ঞান,শক্তি ও সত্তায় সমকক্ষতা দাবী করা বা সমকক্ষতা স্থাপন করা । অন্যথায় কারো গুণ, জ্ঞান ও শক্তির যতই বেশী প্রশংসা করা হউক না কেন তা কোন অবস্থায়ই **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ**(শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন হবে না ।

(২) **ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ** তথা বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে নিজের সাথে অবিচার, অন্যায় আচরণ করা(**حَقُّ اللهِ** -হাক্কুল্লাহ)।

এই দ্বিতীয় স্তরের পাপ বা গুনাহ হচ্ছে **الشِّرْكُ بِاللهِ** তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে **الشِّرْكُ** (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপনের পাপ বা গুনাহর চেয়ে অনেক বেশী নিম্নস্তরের পাপ। এই পাপ বা গুনাহগুলো হচ্ছে আদেশ-নিষেধ প্রত্যাখানসম্বলিত পাপ বা গুনাহ । এইরূপ পাপ বা গুনাহগুলো থেকে **الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করার উৎসাহ দান প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পবিত্র বাণী পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।এই

সমস্ত পাপ বা গুনাহগুলো থেকেও আল্লাহ তাআ'লার নিকট **الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাকে তাঁর দয়া-কৃপাগুণে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে জান্নাত দেবেন । একবান্দা অপর বান্দাকে অথবা পরস্পর পরস্পরকে **ظُلْمُ** (জুলম)তথা অত্যাচার বা অবিচার করা সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের পবিত্র বাণী ব্যতীত আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত ও পবিত্র হাদিস শরীফের সমস্ত বাণীগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের পাপ বা গুনাহ সংঘটিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ । এইরূপ নির্দেশ প্রত্যাখানসম্বলিত পাপ বা গুনাহ **)** التَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও **الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাকে ক্ষমা করে দেন । এই সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের পবিত্র বাণী অসংখ্য বিধায় এখানে মাত্র দু-একটি উল্লেখ করা হল ।

<u>মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ</u>----------

(ক) (110) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ـــ سورةُ النِّسَاءِ - الْأَيَةُ
অর্থঃ- যেই মন্দ করে কিংবা নিজের প্রতি জুলমি বা অত্যাচার করে ফেলে অতপর সে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহকে ক্ষমাকারী, দয়াশীল পাবে ।সুরা নিসা,আযাত নং-১১০ ।

(খ) وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ ,وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .أُوْلَئِكَ جَزَآءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ. سورةُ أَلِ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ (135-136)
অর্থঃ-তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম বা অত্যাচার করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য **الْإِسْتِغْفَارُ** (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান বা পুরস্কার হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নদী(প্রস্রবণ)যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । যারা কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কতইনা চমৎকার প্রতিদান। সুরা আল-ইমরান, আযাত নং-১৩৫-১৩৬ ।

<u>আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মুখনি:সৃত পবিত্র বাণীঃ</u>

(ক) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قُلْنَا : مَالَنَا يَا رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا كُنّا عِنْدَكَ كَانَتْ قُلُوْبُنَا فِى الْأَخِرَةِ، فَإِذَا رَجَعْنَا ذَهَبَ ذَلِكَ عَنَّا؟ فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُمْ تَكُوْنُوْنَ إِذَا رَجَعْتُمْ كَهَيْئَتِكُمْ عِنْدِي، لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِى بُيُوْتِكُمْ، وَلَصَافَحَتْكُمْ بِأَكُفِّهَا، وَلَوْ كُنْتُمْ لاَ تُذْنِبُوْنَ لَجَاء اللهُ بِخَلْقٍ يُذْنِبُوْنَ ،فَيَغْفِرَلَهُمْ - (7111) في المعجم الاوسط للطبراني
অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:আমরা বললাম: আমাদের কি হল ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, যখন আমরা আপনার নিকট থাকি তখন আমাদের হৃদয়গুলো আখিরাতে থাকে । আর যখন (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করি তখন তা(সেই অবস্থাটি)চলে যায়?তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যখন তোমরা (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন কর তখন যদি তোমাদের অবস্থা তোমরা আমার নিকট থাকার সময়কার মত থাকত তা হলে ফেরেস্তারা তোমাদের বাড়ীতে তোমাদের সাক্ষাৎ করত এবং তাদের

হাতলি দিয়ে তোমাদের মুসাফাহা করত, যদি তোমরা পাপ বা গুনাহ না করতে তা হলে আল্লাহ এমন এক মাখলুক বা সৃষ্টি নিয়ে আসতেন তারা পাপ বা গুনাহ করত, আল্লাহ তাদের পাপ বা গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৭১১১।

(২৮) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قُلْنَا : يَا رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوْبُنَا ,وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْاٰخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمِمْنَا النِّسَاءَ وَ الْأَوْلَادَ قَالَ: "لَوْ تَكُوْنُوْنَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَال الَّتِيْ عَلَيْهَا عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَ لَزَارَتْكُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ، ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَجَاء اللهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ ، كَي يَغْفِرَلَهُمْ ـ مسند أحمد ـ (8158)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম: আমাদের কি হল ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, যখন আমরা আপনাকে দেখি তখন আমাদের হৃদয়গুলো নরম হয়ে যায় আর অমরা আখিরাতবাসী হয়ে যাই । আর যখন আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তখন দুনিয়া আমাদেরকে মুগ্ধ করে ফেলে, আর আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ঘ্রান নেনিয়ে ফেলি(আপনার নিকট থাকার সময়কার অবস্থাটি চলে যায়) তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তোমরা যদি সর্বাবস্থায় তোমরা আমার নিকট থাকার সময়কার মত থাকতে তা হলে ফেরেস্তারা তাদের হাতলি দিয়ে তোমাদের মুসাফাহা করত এবং তোমাদের বাড়ীতে তোমাদের সাক্ষাৎ করত, যদি তোমরা পাপ বা গুনাহ না করতে তা হলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন তারা পাপ বা গুনাহ করত, যাতে তিনি তাদের পাপ বা গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন । মুসনাদু আহমাদ ষরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১৫৮ ।

(২৯) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ، إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ،وَلاَ أُبَالِي، وَ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَ كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ، إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ، فَاسْأَلُونِي أُغْنِكُمْ، وَلَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّكُمْ وْ رَطْبَكُمْ ويَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ مِنْ قُلُوْبِ عِبَادِي، مَانَقَصَ فِى مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَازَادَ فِى مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ، وَلَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّكُمْ وْ رَطْبَكُمْ ويَابِسَكُمْ ْ اجْتَمَعُوا، فَسَأَلَنِي كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَابَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ، مَانَقَصَنِي كَمَا لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ، فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً، ثُمَّ اِنْتَزَعَهَا كَذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ عَطَائِي كَلَامٌ،وَعَذَابِي كَلَامٌ ،إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُوْلُ لَهُ: كُنْ فَيَكُوْنُ ــ مسند أحمد - (21764 +سنن ابن ماجه ـ +(4257

অর্থঃ- হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: হে আমার বান্দারা, আমি যাকে ক্ষমা করে দিয়েছি তাকে ছাড়া তোমরা সকলেই পাপী, অতএব আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব, আর যে জানে যে, আমি ক্ষমা করতে সক্ষম,অতপর সে আমার ক্ষমতা বলে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব,(এই ব্যাপারে) আমি কারো পরওয়া করিনা । আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি তাকে ব্যতীত সকলেই পথভ্রষ্ট,অতএব আমার নিকট তোমরা হিদায়াত চাও আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দিব, আমি যাকে ধনী করেছি তাকে ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র, অতএব তোমরা আমার নিকট চাও আমি তোমাদেরকে ধনী করে দিব, যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, পরবর্তীগণ, জীবিতগণ, মৃতগণ,আদ্রতা(ভিজা) ও শুকনাগণ আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যবান

অন্তরের(অধিক হতভাগা অন্তরের)উপর একত্রিত হয় (4) এতে আমার রাজত্বে মাছির ডানা(মাছির ডানার পরিমান)হ্রাস করবেনা,যদি তারা(উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো) আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের(অধিক পরহেজগার অন্তরের)উপর একত্রিত হয় (5)এতে আমার রাজত্বে মাছির ডানা(মাছির ডানার পরিমান)বৃদ্ধি করবে না ।যদি তোমাদের আদ্রতা(ভিজা) ও শুকনাগণ একত্রিত হয়, অতপর তাদের পক্ষ হতে প্রত্যেক যাচনাকারী(দানপ্রার্থী)আশানুরূপ যাচনা করে(দানপ্রার্থনা করে), অতপর আমি প্রত্যেক যাচনাকারীকে(দানপ্রার্থীকে) তাদের যাচনানুযায়ী (দানপ্রার্থনানুযায়ী)দিয়ে দেই তা হলে যদি তোমাদের কেউ সাগরপ্রান্ত দিয়ে গমন করে উহাতে সুঁই ডুবিয়ে দেয়,অতপর সে উহা এইরূপে টেনে আনে এতে আমার রাজত্বের কোন হ্রাস হবে না । এটা এই জন্য যে, নিশ্চয় আমি দানশীল, মহিমান্বিত, অমুখাপেক্ষী, আমার দান হচ্ছে কথা, আমার শাস্তি হচ্ছে কথা, যখন আমি কিছু ইচ্ছা করি তখন শুধু আমি বলি **"হও, তা হয়ে যায়"** ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৭৬৪ +সামান্য শব্দাবলীর পার্থক্যসহ সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫৭।

(৩) <u>ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا তথা বান্দাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করা (حَقُّ الْعِبَادِ- হাক্কুল ইবাদ) ।</u>

(ক) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ) قَالَ: " إِذَا تَخَلَّصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ الْحِسَابِ وُقِفُوا بِقَنْطَرَةِ بَيْنَ النَارِ وَ الْجَنَّةِ، فَيُتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا نُقُّوا أُمِرُوا بِالدُّخُوْلِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَوَاللهِ لَهُمْ أَعْرِفُ بِمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُمْ بِمَنَازِلِهِمْ فِي الدُّنْيَا " – في المعجم الاوسط للطبراني (2749)

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল্লাহ ওয়া জাল্লার বাণী(**وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ**) সম্পর্কে বলেন: যখন বান্দা হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্ত হবে তাদেরকে জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করে রাখা হবে, অতপর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যেই জুলুম-অত্যাচার ছিল তারা তার কিসাস বা প্রতিশোধ নিবে,যখন(জুলুম-অত্যাচার থেকে) তাদেরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ করা হবে। আল্লাহর শপথ, আমি দুনিয়াতে তাদের বাসস্থানগুলোর মতই জান্নাতে তাদের বাসস্থানগুলো চিনছি । আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-২৭৪৯ ।

(খ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فِيْمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُلْمَ وَعَلَى عِبَادِي، أَلاَ فَلاَ تَظَالَمُوا،كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِيءِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونِي ، فَأَغْفِرُ لَهُ،وَلاَ أُبَالِي، وَقَالَ: يَا بَنِي آدَمَ، كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًّا، إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ عَارِيًا ،إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا ، إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُ ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ ظَمْأَنَ، إِلاَّ مَنْ سَقَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَاسْتَكْسُونِي، أَكْسُكُمْ، وَاسْتَطْعِمُونِي، أُطْعِمُكُمْ، وَاسْتَسْقُونِي أَسْقِكُمْ، يَا عِبَادِي، لَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنُّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَصَغِيْرَكُمْ و كَبِيْرَكُمْ، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَيِيَكُمْ وَ بَيِّنَكُمْ عَلَى قَلْبِ أَتْقَاكُمْ، رَجُلًا وَاحِدًا لَمْ تَزِيْدُوا فِي مُلْكِي شَيْئًا، وَ لَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنُّكُمْ وَإِنْسَكُمْ صَغِيْرَكُمْ و كَبِيْرَكُمْ، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْثَاكُمْ،عَلَى قَلْبِ أَكْفَرِكُمْ رَجُلاً لَمْ تَنْقُصُوا فِي مُلْكِي شَيْئًا، إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ رَأْسُ

---

(4) <u>"একটি দুর্ভাগ্যবান অন্তরের(অধিক হতভাগা অন্তরের) উপর একত্রিত হয় "</u> বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই হতভাগা হয়।

(5) <u>"একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের(অধিক পরহেজগার অন্তরের)উপর একত্রিত হয়"</u> বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই পূণ্যবান বা পরহেজগার হয় ।

الْمِخْيَطِ مِنَ الْبَحْرِ ـ ــ مسند أحمد - (21819)

অর্থঃ- হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রভু আয্যা ওয়া জাল্লা থেকে বর্ণনা করেন: (আল্লাহ বলেন আমি আমার ও আমার বান্দাদের উপর জুলুম(অত্যাচার) হারাম করেছি,সাবধান !তোমরা জুলুম(অত্যাচার)করো না, আদম সন্তানেরা দিন-রাত ভুল করে, অতপর তারা আমার নিকট ক্ষমা চাইলে আমি ক্ষমা করে দেই, আমি কারো পরওয়া করিনা, আর তিনি বলেন: হে আদম সন্তানেরা, আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি তাকে ব্যতীত সকলেই পথভ্রষ্ট,আমি যাকে কাপড় পরিধান করাইয়াছি তাকে ব্যতীত তোমাদের সকলেই বিবস্ত্র, আমি যাকে খাদ্য খাওয়াচ্ছি তাকে ব্যতীত সকলেই ক্ষুদার্থ,আমি যাকে পান করাইয়াছি তাকে ব্যতীত সকলেই পিপাসার্ত,অতএব আমার নিকট তোমরা হিদায়াত চাও আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দিব, আমার নিকট কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় পড়াব, আমার নিকট খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার খাওয়াব, আমার নিকট পানি চাও, আমি তোমাদেরকে পান করাব, হে আমার বান্দারা!যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, পরবর্তীগণ, জিনগণ, মানুষগণ, ছোটগণ(অল্পবয়স্কগণ), বড়গণ (বয়স্কগণ) পুরুষগণ, মহিলাগণ, আব্দুসসামাদ বলেন, তোমাদের প্রচ্ছন্নগণ(অজ্ঞাতগণ)ও স্পষ্টগণ (জ্ঞাতগণ)আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের(অধিক পরহেজগার অন্তরের)উপর একজন লোক হিসেবে একত্রিত হয় (6) এতে আমার রাজত্বে তোমরা কিছুই বৃদ্ধি করবে না,যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, পরবর্তীগণ, জিনগণ, মানুষগণ, ছোটগণ(অল্পবয়স্কগণ), বড়গণ (বয়স্কগণ)পুরুষগণ,মহিলাগণ আমার বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে একটি অধিক অবিশ্বাসী অন্তরের (অধিক কাফির অন্তরের)উপর একজন লোক হিসেবে একত্রিত হয় (7) এতে আমার রাজত্বে সাগর থেকে সুঁচের মাথা যতটুকু হ্রাস করে তা ব্যতীত তোমরা কিছুই হ্রাস করবেনা ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৮১৯ ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، (গ) وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ" ،ــ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُوْرِهِنَّ ـ " لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَخْرُقَهَا عَلَيْهِ فِي بَطْنِ بَيْتِهِ " ـ ـ ـ (3778) في المعجم للطبراني الاوسط

অর্থঃ-হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দাঁড়ায়ে বললে: “হে মানুষ সকল! হে যারা মুখে ঈমান এনেছ অথচ ঈমান এখনো তার কলব বা হৃদয়ে পৌঁছেনি” এমনকি অন্দর মহলবাসীদের শুনালেন “তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিওনা, আর তাদের গোপনীয় বিষয়সমূহের অনুসরন-অনুসন্ধান করো না, যে তার ভাইয়ের গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবে আল্লাহও তার গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবেন, শেষ পর্যন্ত তিনি(আল্লাহ) গোপনীয় বিষয়সমূহ তার উপর তার বাড়ীর অভ্যন্তরেই টুকরা টুকরা করবেন ।

---

(6) **“একটি বেশী পূণ্যবান অন্তরের(অধিক পরহেজগার অন্তরের)উপর একত্রিত হয়”** বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই পূণ্যবান বা পরহেজগার হয় ।

(7) **“একটি অধিক অবিশ্বাসী অন্তরের (অধিক কাফির অন্তরের)উপর একজন লোক হিসেবে একত্রিত হয়”** বাক্যটির অর্থঃ- সকলেই অবিশ্বাসী বা কাফির হয়।

।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৭৭৮ ।

(ঘ) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: نَادَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ، فَقَالَ: " ، يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ" ،ــ " لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ " ـ مسند أحمد - (20115)

অর্থঃ-হযরত আবু বারযাতাল আসলামী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আহবান করলেন শেষ পর্যন্ত অন্দর মহলবাসীদের শুনায়ে বললেন: "হে মানুষ সকল! হে যারা মুখে ঈমান এনেছ অথচ ঈমান এখনো তার কলব বা হৃদয়ে প্রবেশ করেনি" "তোমরা মুসলমানদের গীবত তথা সমালোচনা করোনা, আর তাদের গোপনীয় বিষয়সমূহের অনুসরন-অনুসন্ধান করো না, যে তার ভাইয়ের গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবে আল্লাহও তার গোপন বিষয়ের অনুসরন-অনুসন্ধান করবেন, শেষ পর্যন্ত তিনি(আল্লাহ) তাকে তার বাড়ীর অভ্যন্তরেই কলঙ্কিত (অপদস্ত) করবেন । ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০১১৫ ।

(ঘ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: أَتَدْرُونَ مَاالْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ، وَلاَ مَتَاعَ ، قَالَ: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ،وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا ، وَ قَذَفَ هَذَا،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَ ضَرَبَ هَذَا، فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ مْفَطُرِحَ عَلَيْهِ،ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ـ مسند أحمد -(8530)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:তোমরা কি জান **الْمُفْلِسُ**(মুফলিস)তথা দেউলিয়া কি তারা(সাহবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন,ই য়া রাসুলাল্লাহ ! আমাদের মাঝে **الْمُفْلِسُ**(মুফলিস)তথা দেউলিয়া হচ্ছে যার কোন টাকা নেই, কোন সামগ্রী নেই। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের মধ্যে **الْمُفْلِسُ**(মুফলিস)তথা দেউলিয়া হচ্ছে যে নামাজ,রোজা,যাকাতও সম্পাদন করেছে পাশাপাশি সে একে গালি দিয়েছে(সম্মাণ নষ্ট করেছে),অপবাদ দিয়েছে, এর মাল-সম্পদ খেয়েছে,একে মেরেছে, অতপর তাকে বসানো হবে, তার নেক কর্ম থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে আর বিচার শেষ হবার পূর্বেই যদি তার নেক কর্ম নি:শেষ হয়ে যায়, তা হলে বাদীর গুনাসমূহ তার উপর নিক্ষেপ করা হবে, অতপর বিবাদীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৩০ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ مَالَيْسَ فِيْهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِي مَاأَقُوْلُهُ، يَعْنِي قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْلَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ مسند أحمد -(7267)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:তোমরা কি জান গীবত কি ? তারা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞাত, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন কিছু আলোচনা করা যা তার মধ্যে নেই ।(সে বলল) আপনি কেমন মনে করেন আমি যা বলি তার মধ্যে যদি তা থাকে, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার নিকট তা থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে(তার অনুপস্থিতিতে তুমি তার সমালোচনা করলে) । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৬৭ ।

পাপ বা গুনাহ মোচনের বিভিন্ন الْوَسِيْلَةُ(ওসিলা) তথা উপায় ও ব্যবস্থা ।

(ক) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَامِنْ مَرَضٍ ،أَوْ وَجَعٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ إِلاَّ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ،حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا أَوِ النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا ـ مسند أحمد (25975)

অর্থঃ হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে কোন রোগ, ব্যথা মুমিনকে আক্রান্ত করে তা তার পাপের কাফ্ফারা বা প্রতিশোধ, এমনকি কাটা বিদলে এবং কোন বিপদে পড়লেও (তার পাপের কাফ্ফারা বা প্রতিশোধ হয়ে যাবে)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৯৭৫ ।

(খ) عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ:سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : سَأَ لْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عَنِ الْحِسَابِ الْيَسِيْرِ فَقُلْتُ : يَا رسولَ الله ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوْبُهُ، ثُمَّ يَتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ،وَلاَ يُصِيْبُ عَبْدًا شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ قَاصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ ـ مسند أحمد (26155)

অর্থঃ- হযরত আব্বাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **সহজ হিসাব** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ, **সহজ হিসাব** কি? তিনি বললেন: লোকটির নিকট তার পাপরাশি উপস্থাপন করা হবে, অতপর তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে ।তবে, যাকে হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে । কোন বান্দাকে কোন কাটা বা এর চেয়ে নিম্ন কিছু আক্রান্ত করলে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এর বিনিময়ে তার পাপসমূহের প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬১৫৫ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُوْلِ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ:" أَشْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيْهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي فِي الرِّيْحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدٌ ، قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْأَرْضِ :أَدِّي مَاأَخَذْتِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ، قَالَ: خَشْيَتُكَ (أَوْ مَخَافَتُكَ) يَا رَبِّ، فَغَفَرَلَهُ لِذَلِكَ" ـ سنن ابن ماجه ـ (4255)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: একজন মৃত্যুর নিকটবর্তী হল, যখন তার মৃত্যু এসেই গেল তখন তিনি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিলেন: যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়ে ফেলবে, অতপর তোমরা আমাকে গুড়া গুড়া করে ফেলবে, তারপর তোমরা আমাকে সাগরে বাতাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিবে, আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ আমার উপর সক্ষম হয় তা হলে আমাকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন কাউকে তেমন শাস্তি দিবেন না ।তারা তার সাথে তাই করল, তিনি(আল্লাহ) মাটিকে বললেন: তুমি যা গ্রহণ করেছ তা দিয়ে দাও। এতেই সে(মৃত ব্যাক্তি)দন্ডায়মান হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে বললেন: কি সে তোমাকে এইরূপ করতে বাধ্য করেছে ?সে বলল: হে আমার প্রভু আপনর ভয়-ভীতি, আল্লহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন ।সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং ৪২৫৫।

(গ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ كَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهِ: خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَاعَسَرَ،وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ لِي خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَاتَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَاعَسَرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :قَدْ تَجَاوَزْتُ ـ مسند أحمد (8851)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা

বলেন: এক জন লোক কখনো ভাল কাজ করেনি,সে মানুষকে ঋন দিয়ে তার দূতকে বলত,যা সহজতর তা নিবে আর যা কঠিন(কষ্টকর)তা ছেড়ে দেবে এবং হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ।যখন সে মারা গেল আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে বললেন: তুমি আমার জন্যে কখনো ভাল কাজ করেছ ?সে বলল: না, তবে আমার একটি গোলাম ছিল এবং আমি মানুষকে ঋন দিতাম, আমি যখন তাকে(গোলামকে)তাক্কাদার জন্যে পাঠাতাম তখন তাকে বলে দিতাম: যা সহজতর তা নিবে আর যা কঠিন(কষ্টকর)তা ছেড়ে দেবে এবং ক্ষমা দিবে হয়ত আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ।আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বললেন: আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৫১ ।

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস শরীফের বাণী রয়েছে ।

(৩) ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্মরণ প্রসঙ্গঃ

এতক্ষণ আমি التَّوْبَةُ(তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও الْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার)তথা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তা থেকে জ্ঞান লাভ করে তদানুযায়ী আমল করে হৃদয় কিছুটা হলেও পবিত্র করতে পেরেছি মনে করে ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকরে মনোনিবেশ করব । সেইজন্য ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির সম্পর্কে কিছু নিয়মাবলী জানতে চেষ্টা করব । ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকিরের ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতগুলো আয়াত ও পবিত্র হাদিস শরীফের বাণী নিম্নে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।মহান আল্লাহই তাওফিক দাতা

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহঃ

(১) (28) الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِاللَّهِ ، آلاَ بِذِكْرِاللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبِ ، سُوْرَةُ الرَّعْدِ ، الْأَيَةُ
অর্থঃ-যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে, জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায় । সুরা রা'দ, আয়াত নং-২৮ ।
(২)(41) يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ ـ الْأَيَةُ
অর্থঃ-হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। সুরা আল-আহযাব,আয়াত নং-৪১।
(৩) (02) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ـ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ،
অর্থঃ- যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম যিকির করা হয়(আল্লাহর নাম নেয়া হয়)তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায় ।সুরা আনফাল, আয়াত নং- ০২।
(8) (255) اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ـ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ الْأَيَةُ
অর্থঃ-আল্লাহ, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই । তিনি জীবিত, চিরন্তন (অবিনশ্বর সত্তা) ।সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯১ ।
(৫) (191) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْن اللهَ قِيَامًا وَ قُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ ـ سُوْرَةُ الْ عِمْرَانَ ـ الْأَيَةُ অর্থঃ-যারা দাঁড়িয়ে,বসে,শায়িত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে।সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-৯১।
(৬) (103) "فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِكُمْ" سورة النساء ، الأية
অর্থঃ"অতএব,তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহর জিকর(স্মরণ) কর"।সুরা নিসা,আয়াত

নং১০৩ । **وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا ـ سَوْرَةُ الْهُوْدِ ـ الْأَيَةُ (41)** অর্থঃ- আর তিনি বললেন ,এতে তেমরা আরোহন কর। আল্লহর নামেই এর গতি ও স্থিতি । সুরা হুদ,আয়াাত নং-৪১ ।
(৭) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ـــ سَوْرَةُ الْحجِّ ـ الْأَيَةُ (35) অর্থঃ- যাদের নিকট আল্লাহর নাম যিকির(স্মরন) করা হলে তাদের অন্তর ভীত হয় । সুরা হজ্ব,আয়াাত নং-৩৫ ।
(৮) ((36) فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ـ سَوْرَةُ الْحجِّ ـ الْأَيَةُ অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর নাম যিকির(স্মরন) কর । সুরা হজ্ব,আয়াাত নং-৩৬ ।
(৯) (142) لاَ يَذْكُرُوْن اللهَ إلاَّ قَلِيْلاً سورة النساء ، الْأية অর্থঃ-তারা(মুনাফিকরা) **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কমই করে থাকে । ।সুরা নিসা,আয়াত নং১৪২ ।

ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্বরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াতের সারসংক্ষেপঃ

উপরে আমি পবিত্র কুরআনের ০৮খানা আয়াতে কারিমা উল্লেখ করেছি । তার সারসংক্ষেপ এই---
(১) প্রথম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, ঈমানদার বান্দাদের অন্তর-হৃদয় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকিরে শান্তি পায় ।
(২) দ্বিতীয় আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, হে ঈমানদার বান্দারা তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী যিকির(স্মরণ) কর।
(৩) তৃতীয় আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, মুমিনদের নিকট আল্লাহর নাম উষ্চারিত হলে তাদের অন্তর-হৃদয় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকিরে ভীত হয়ে যায় ।
(৪) চতুর্থ আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই । অত্র আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ স্বয়ং নিজে **ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ** (যিকরু ইসমিজজাত) তথা আল্লাহর সত্তার নাম "**اَللهُ**" (আল্লাহ) নামটি প্রথম যিকির বা উষ্চারণ করে বাণী বা কথা শুরু করেছেন ।
(৫) পঞ্চম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত অবস্থায় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্মরণবা যিকির করে তাদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুরাজিতে তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ।
(৬) ষষ্ঠ আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর যিকর(স্মরণ) কর ।
(৭) সপ্তম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নাম নিয়ে যানবাহনে আরোহন করবে বা যানবাহন পরিচালনা করবে ।
(৮) অষ্টম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর নাম যিকির কর ।
(৯) নবম আয়াতে কারিমাতে বলা হয়েছে যে,মুনাফিকরা আল্লাহর **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কম করে ।

পবিত্র হাদিস শরীফসমূহঃ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ،/ قَالَ: ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم إنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الأَرْضِ فُضُلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ فَيَحِفُّوْنَ فَيَحْفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اللهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَ يُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ(وَ فِى

رِوَايَة مُسْلِم ـ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ ـ 6289) فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْنِي فَيَقُوْلُونَ لاَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِي فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ تَحْمِيْدًا وتَمْجِيْدًا وَ ذِكْرًا، فَيَقُوْلُ : فَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ،فَيَقُوْلُ وَ هَلْ رَأَوْهَا، قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ طَلَبًا، فَيَقُوْلُ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ وَ هَلْ رَأَوْهَا، فَيَقُوْلُوْنَ لاَ ،قَالَ: فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَ أَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا، قَالَ: فَيَقُوْلُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، ،قَالَ: ، فَيَقُوْلُوْنَ فَإِنَّ فِيْهِمْ فُلاَنًا الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَتِهِ فَيَقُوْلُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ ــ مسند أحمد (7542)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা অথবা আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:নিশ্চয় মানুষদের আমলনামা লিখক ছাড়াও পৃথিবীতে আল্লাহর ভ্রমনকারী ফেরেস্তা রয়েছেন।যখন তারা আল্লাহর স্বরনকারী সম্প্রদায় পায় তখন তারা পরস্পরকে আহবান করে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যের দিকে এসো, তারা আসে,অতপর তারা তাদেরকে(যিকিরকারীদেরেকে)চতুর্দিক থেকে আকাশ পর্যন্ত বেষ্টন করে, আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার বন্দাদেরকে কোন কাজ করতেছে অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা বলে, আমরা তাদেরকে আপনার প্রশংসা করতে>> **[তাহমিদ- الحَمْدُ لِلَّهِ বলতে],** মহিমা বর্ণনা করতে>> **[তামজীদ- أَللَّهُ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَللَّهُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَللَّهُ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَللَّهُ قَيَّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ইত্যাদি বলতে],** যিকির করতে >>**[যিকির- أَللَّهُ أَكْبَرُ বলতে],** অবস্থায় ছেড়ে এসেছি,**((মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে-**গুণকীর্তন করতে>> **[তাসবিহ- سُبْحَانَ اللهِ বলতে],** বড়ত্ব বর্ণনা করতে>>**[তাকবির- أَللَّهُ أَكْبَرُ বলতে],** প্রশংসা-ধ্বনি করতে>> **[তাহলীল-لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ উচ্চারণ করতে],** প্রশংসা করতে>> **[তাহমিদ- الحَمْدُ لِلَّهِ বলতে],** দান প্রার্থনা করতে>> **[সুআল- أَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ বলতে]))** আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে, তারা(ফেরেস্তারা)বলে, না,তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত যদি তারা আমাকে দেখত,তখন ফেরেস্তারা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত তা হলে তারা আপনার অধিক প্রশংসা করত, অধিক গুণকীর্তন করত, অধিক যিকির করত,অতপর আল্লাহ বলেন: তারা কোন জিনিস চাচ্ছে,ফেরেস্তারা বলবেন, তারা জান্নাত চাচ্ছে, আল্লাহ বলবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে, ফেরেস্তারা বলবেন, না, আল্লাহ বলবেন , তারা যদি জান্নাত দেখত তা হলে কেমন হত? ফেরেস্তারা বলবেন, তারা জান্নাতের জন্য অধিক অকাঙ্খী ও অধিক ইচ্ছুক হত, আল্লাহ বলবেন , তারা কি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে,ফেরেস্তারা বলবেন, তারা দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, আল্লাহ বলবেন, তারা কি দোযখ দেখেছে, ফেরেস্তারা বলবেন, না, আল্লাহ বলবেন, কেমন হত যদি তারা দোযখ দেখত, ফেরেস্তারা বলবেন, যদি তারা দোযখ দেখত তা হলে তারা তা থেকে অধিক পলায়নকারী ও অধিক ভয়কারী হত,আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী রাখছি, নিশ্চয় আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম,ফেরেস্তারা বলবেন, তাদের মাঝে উমুক পাপী রয়েছে,তাদের ইচ্ছার সাথে আসেনি, সে তার নিজস্ব প্রয়োজনে এসেছে,আল্লাহ বলবেন, দারা এমন সম্প্রদায় তাদের সাথে উবেশনকারী দুর্ভাগা হয় না। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭৫৪২ ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ،، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ: أَيُّ الْمُجَاهِدِيْنَ (٢) أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا " قَالَ : وَ أَيُّ الصَّائِمِيْنَ أَعْظَمُ لِلَّهِ أَجْرًا ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا "، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلاَةَ و الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ و الصَّدَقَةَ ، كُلُّ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : " أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا "،فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : " يَا أَبَا حَفْصٍ ذَهَبَ الذَّاكِرُوْنَ بِكُلِّ خَيْرٍ "، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "أَجَلْ " (16812) في المعجم الكبير للطبراني+عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ،ـــ مسند أحمد، (15855)

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ বিন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু তিনি তার পিতা থেকে বলেন: তার পিতা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করে: নিশ্চয় একজন লোক তাঁকে(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে)প্রশ্ন করে বলল:কোন মুজাহিদ পুরস্কারের দিক দিয়ে বড় বা মহান? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন:**"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করে"**,সে(লোক)বলল: কোন রোজাদার পুরস্কারের দিক দিয়ে বড় বা মহান? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন:**"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করে"**, তারপর ? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ,যাকাত,হজ্ব ও সাদক্বা উল্লেখ করে প্রত্যেকটি বিষয়েই বললেন: **"তাদের মধ্যে যে আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করে"** ।(এই কথা শুনে) হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু অনহু হযরত ওমরকে (রাদিআল্লাহু অনহুকে)বললেন: হে আবু হাফস, "যিকিরকারীরাইতো সব কল্যাণ নিয়ে গেল" । (তাদের উভয়ের কথা শুনে) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাক বললেন: হা!। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬৮১২+সাহল বিন মুআ'জতিনি তার পিতা থেকে, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৮৫৫ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسِيْرُ طَرِيْقِ مَكَّةَ، فَأَتَي جُمْدانَ ، فَقَالَ: سِيْرُوا سَبَقَ (৩) الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالَ الذَّاكِرِوْنَ اللهَ كَثِيْرًا- مسند أحمد - (9456)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মক্কার কোন এক রাস্তায় চলতে চলতে জুমদান নামক স্থানে এসে বললেন: তোমরা চলতে থাক, **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: (তারা) হচ্ছে বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৪৫৬ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ (8) الذِّكْرِ ـ مسند أحمد، (8544)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত ফেরেস্তা রয়েছেন যারা যিকরের মাজলিস অনুসন্ধান করে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৫৪৪ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ وَأَنَا مَعَهُ (৫) حَيْثُ يَذْكُرُنِي ــ مسند أحمد - (10835)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ অয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: আমি আমার বন্দার ধারনার সাথে আছি,আর আমি তার সাথেই আছি যেখানেই সে আমাকে স্বরণ করে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০৮৩৫ ।

عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ (৬) اللهِ " ، قَالُوْا: وَ لاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ: " وَلاَ "، إِلاَّ أَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ــ (16765) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনবার বলেন: কোন মানুষই তার জন্য আল্লার আযাব বা শাস্তি থেকে আল্লাহর যিকরের চেয়ে বেশী পরিত্রাণকারী এমন কোন আমল করেনা । তারা(সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু

আনহম)বললেন: জিহাদও নয় ? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: না,তবে, তুমি তোমার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে তলোয়ার ভেঙ্গে যায় তবুও। ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬৭৬৫।

(৭) عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ،أَوْصِنِي ، فَقَالَ " عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَااسْتَطَعْتَ ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَ شَجَرٍ " (16745) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমাকে উপদেশ দিন, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: তুমি আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করবে আর প্রত্যেকটি পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির করবে ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬৭৪৫।

(৮) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: إِنَّ آخِرَ كَلاَمٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ قُلْتُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ "-(16634) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় শেষ কথা যার উপর আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিদায় দিচ্ছি, আমি বলেছি: কোন আমল আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয় ?তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সিক্ত রাখা অবস্থায় তুমি মৃত্যু বরণ করবে ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬৬৩৪।

(৯) عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُسْرٍ أَنَّ عَرَبِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإسلام قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ " لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ " سنن إبن ماجة (3793)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন আরাবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলল, ইসলামের আইন-কানুন অনেক হয়ে গেছে, উহা থেকে আমাকে এমন কিছু জানিয়ে দিন যাতে আমি লেগে থাকব, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সর্বদা সিক্ত থাকবে ।সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৯৩ ।

(১০) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: " أَلاَ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَ أَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍلَّكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ " قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: "ذِكْرُ اللهِ" ــ سنن إبن ماجة (3790)

অর্থঃ- হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: " আমি তোমাদেরকে তোমাদের মালিকের নিকট অধিক সন্তোষজনক, সম্মাণ-র্যামদায় উন্নত, স্বর্ন-রুপা ব্যয় করা এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের সাক্ষাৎ লাভ করে তোমরা তাদের গর্দান আঘাত করবে আর তারা তোমাদের গর্দান আঘাত করার চেয়ে বেশী উত্তম আমলের সংবাদ দিব কি? তারা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহম) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, উহা কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকির ।সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৯০ ।

<u>ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি) আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্মরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস শরীফের সারসংক্ষেপঃ</u>

উপরে আমি ১০খানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি । তার সারসংক্ষেপ এই-------

১নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, ফেরেস্তাগণ আল্লাহর যিকিরকারী সম্প্রদায়কে যিকিরে রত অবস্থায় দেখে মহান তাআ'লার নিকট গিয়ে রিপোর্ট বা বিবরণ উপস্থাপন করলে আল্লাহ ফেরেস্তাগণকে স্বাক্ষী রেখে যিকিরকারী সম্প্রদায়কে ক্ষমাপ্রাপ্ত ঘোষণা দেন।

২নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- রোজা,নামাজ,যাকাত,হজ্ব ,সাদক্বা এবং জিহাদকারীদের মধ্যে যে বেশী যিকিরকারী সে সবচেয়ে বড় পুরস্কারপ্রাপ্ত ।

৩নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **اَلْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: **اَلْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: (তারা) হচ্ছে বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরকারী।

৪নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত ফেরেস্তা রয়েছেন যারা যিকরের মাজলিস অনুসন্ধান করে ।

৫নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ অয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: আমি আমার বন্দার ধারনার সাথে আছি, আমি তার সাথেই আছি যেখানেই সে আমাকে যিকির(স্বরণ) করে ।

৬নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনবার বলেন: কোন মানুষই তার জন্য আল্লার আযাব বা শাস্তি থেকে আল্লাহর যিকরের চেয়ে বেশী পরিত্রাণকারী এমন কোন আমল করেনা । জিহাদে অংশ গ্রহন করে তলোয়ার ভাঙ্গলেও নয় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদাহরণ হিসেবে তা উল্লেখ করেছেন ।

৭নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তুমি প্রত্যেকটি পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির করবে ।

৮নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সিক্ত রাখা অবস্থায় তুমি মৃত্যু বরণ করবে ।

৯নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহর যিকরে তোমার জিহবা সর্বদা সিক্ত রাখা।

১০নং হাদিস শরীফ খানাতে এই কথা বলা হয়েছে যে,সমস্ত আমলে চেয়ে **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকির উত্তম ।

"ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআনের ০৯খানা(নয়খানা) আয়াত ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ১০খানা(দশখানা) পবিত্র হাদিস শরীফ গভীরভাবে গবেষণামূলক মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর যিকির কোনটি সহজ ও সুন্দর তা"**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত

সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের সম্যক জানতে পারবেন । মহান আল্লাহই তাওফিকদাতা ।

"ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে বিসতারিত ব্যাখ্যাঃ

উপরে আমি "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে ০৯খানা(নয়খানা) পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ১০(দশ)খানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি । এর মধ্যে প্রথম ধারাবাহিক ০৯খানা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ১০(দশ)খানা হাদিস শরীফেই مُطْلَقًا (মুতলাক্বান)তথা শর্তহীন "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করতে বলা হয়েছে । উপরোক্ত ০৯খানা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও ১০(দশ)খানা হাদিস শরীফের কোনটিতেই "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করার জন্য কোন অক্ষর,শব্দ বা বাক্য সুনির্দিষ্ট করা হয়নি । বরং শুধুমাত্র "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করতেই বলা হয়েছে । "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করার জন্য কোন অক্ষর,শব্দ বা বাক্য সুনির্দিষ্ট না করায় বা مُقَيَّدًا (মুক্বাইয়াদান) তথা শর্তযুক্ত না করায় বরং উন্মুক্ত রাখায় যেই বাক্য বা শব্দমালা উচ্চারণ করলে আল্লাহর নাম স্মরণ হয়ে যায় সেই বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণের মাধ্যমেই "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা যাবে । তবে যেহেতু "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করার জন্যে হাদিস শরীফে সুন্দর-সুন্দর বাক্য বা শব্দমালা রয়েছে তা দিয়ে "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির'করলে ছওয়াব বা পুরস্কার,উপকারিতা যেমন বেশী লাভ করবে তেমনি ফলাফলও অধিক হবে ।তাই, নিজেদের বানানো বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণের মাধ্যমে "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' না করে হাদিস শরীফে বর্ণিত সুন্দর-সুন্দর বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণের মাধ্যমেই "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা সবচেয়ে উত্তম । হাদিস শরীফে বর্ণিত সুন্দর-সুন্দর বাক্য বা শব্দমালার মধ্যে প্রথম সারির সহজ শব্দমালা হচ্ছে আল্লাহর তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম । মহান আল্লাহ তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামের মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্দর নামটিই হচ্ছে "اَللهُ"। এই প্রথম পবিত্র নামটিকে(اَلْإِسْمُ الذَّاتِيُّ) তথা সত্তার নাম বলে। অবশিষ্ট নামগুলো হচ্ছে তাঁর গুণগত নাম। এই গুণগত নামগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআ'লার এই নামগুলোকে যিকির করতে বা এই নামগুলো উচ্চারণ করে মহান আল্লাহকে ডাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি এই নামগুলোকে আল্লাহর সুন্দর-সুন্দর নাম বলা হয়েছে । এই নামগুলোর যে কোন একটিকে দিয়ে হলেও মহান আল্লাহকে ডাকতে হবে বা এই নামগুলোর যে কোন একটিকে উচ্চারণ করার মাধ্যমে হলেও "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করতে হবে ।এই নামগুলোর যে কোন একটিকে দিয়ে হলেও মহান আল্লাহকে ডাকা বা এই নামগুলোর যে কোন একটিকে উচ্চারণ করার মাধ্যমে হলেও "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ মোতাবেক ফরজ । পবিত্র কুরআনের আদেশখানা হচ্ছে --------

وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ـ سَوْرَةُ الْأَعْرَفِ ـ الْأَيَةُ (180)----------

অর্থঃ- আল্লাহর সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) উক্ত নাম ধরেই ডাক ।সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং-১৮০ । পবিত্র কুরআনের অন্যত্র **اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহকে ডাকার বিষয়ে আরো একখানা আয়াত রয়েছে । আয়াতখানা হচ্ছে এই- ----------

قُلِ ادْعُوااللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ــ سَوْرَةُ الْكَهْف ـ الْأَيَةُ (110)
অর্থঃ-(হে নবী) বলুন, তোমরা (আল্লাহকে) আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে ডাক । যেই নামেই ডাক তাঁর (আল্লাহর) সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে ।সুরা আল-কাহফ, আয়াত নং-১১০ । উপরোক্ত পবিত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁরই(আল্লাহর) الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (আল আসমাউল হুসনা) **তথা** সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, মহান আল্লাহর এই নির্দেশকে ফরজ মনে করে প্রত্যেক মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহর الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (আল আসমাউল হুসনা) **তথা** সুন্দর-সুন্দর নামগুলোকে অথবা ঐ নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নামকে উচ্চারণ করে করে আল্লাহ তাআ'লার যিকির কর হবে । মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةَ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ الثَّلَاثَة " خَيْرُ الْقُرُوْن " (থাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিপরীত "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণের মধ্য হতে কেউ যদি বলে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামের মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্দর নাম "اَللهُ" নামটির যিকির করা যাবেনা তবে সে মুসলিম নহে, সে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক মুসলিম(অভ্যন্তরীনভাবে কাফির)। কারণ, সে পবিত্র কুরআনের বিপরীত নির্দেশ দিয়েছে । "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক আলিম-উলামাগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةَ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (থাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিপরীত মতামত,ফতওয়া দিয়ে এইট চায় যে, মুসলিম মানুষ "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' কম করুক ।কারণ, "اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা সহজ । তারা সহজ পদ্ধতি ত্যাগ করে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেরা যেমন "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' কম করে তেমনিভাবে তারা তাদের অনুসারীদেরকেও "اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ নামের মত সহজ পদ্ধতির যিকির ত্যাগ করাইয়ে "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' কম করতে উৎসাহিত করে মুনাফিক মুসলিম বানাতে চায় ।কারণ, কম কম "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা মুনাফিকদের লক্ষণ ও নিদর্শন । বেশী বেশী "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করলে মুনাফিকরা সহ্য করতে না পেরে বেশী বেশী "ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করাকে তারা বলে উঠে "এ কাজটি হচ্ছে (রিয়া) তথা লোক দেখানো যিকির ।যেমন হাদিস শরীফে আছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ تُرَاءُوْنَ "

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: তোমরা **"ذِكْرُ اللهِ"** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' এমনভাবে কর যাতে মুনাফিকরা বলে "তোমরা (রিয়া) বা লোকদেখানো যিকির করছ" । যেমন **"ذِكْرُ اللهِ"** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত ০৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াতে মুনাফিকদের এই মন্দ স্বভাবটির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-------
لاَ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيْلاً ــ سورة النساء ، الأية (142) অর্থঃ-তারা(মুনাফিকরা) **ذِكْرُ اللهِ** (যিকরুল্লাহি) তথা আল্লাহর স্বরন বা যিকির কমই করে থাকে । সুরা নিসা,আয়াত নং১৪২ । অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বলেন যে, বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করলে মুনাফিকি তথা কপটতা দুর হয় । হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই----------
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" "مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ (٢) في المعجم الاوسط للطبراني (6931)"
অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে সে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি পাবে ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৬৯৩১। সম্মাণিত
পাঠকবর্গকে শ্রদ্ধাভরে বলছি যে, **"اَللهُ اَللهُ "** আল্লাহ আল্লাহ নামের মত সহজ যিকির অন্যকোন শব্দাবলী বা বাক্যবলী দ্বারা সম্ভব নয় ।**"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক আলিম-উলামাগণই **"اَللهُ اَللهُ"**আল্লাহ আল্লাহ নামের মত সহজ পদ্ধতির যিকির ত্যাগ করে যেহেতু **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** এবং **أَللهُ أَكْبَرُ , لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ , الحَمْدُ لِلَّهِ, سُبْحَانَ اللهِ** তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তাকবির ও দুআ'নামক বাক্য বা শব্দমালার মত কঠিন পদ্ধতির যিকির করতে তাদের অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করে । অথচ তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তাকবির ও দুআ' নামক বাক্য বা শব্দমালার মত কঠিন পদ্ধতির যিকিরগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ে, সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়ার কথাই পবিত্র হাদিস শরীফে এসেছে । যেমন-পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এবং শুয়ার সময়ে ইত্যাদি সময়ে **سُبْحَانَ اللهِ** তেত্রিশ বার, **الحَمْدُ لِلَّهِ** তেত্রিশ বার, **أَللهُ أَكْبَرُ** চৌত্রিশ বা এবং **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** একবার ইত্যাদি সংখ্যায় পড়ার নির্দেশনাই বেশী হাদিস শরীফে এসেছে ।
তাছাড়া পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আল্লাহর তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর যিকির করতে সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে বরং এ কথা বলেছেন যে, যেই মুসলিমই আল্লাহর তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামগুলো মুখস্ত করে যিকির করবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে বলে উৎসাহ প্রদান করেছেন । যেমন হাদিস শরীফে আছে----------

প্রথম হাদিস শরীফ

أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا إِنَّهُ وِتْرٌ عَنْ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ،وَهِى اللهُ ----------إِلَى--الصَّادِقُ النُّوْرُ_ سنن إبن ماجة (3861)
অর্থঃ- হযরত হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরা নব্বইটি নাম রয়েছে। নিশ্চয় তিনি বেজোড়, তিনি বেজোড় পছন্দ করেন, যেই উহা মুখস্ত করবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে। আর তা(নামগুলো)হচ্ছে, **اَللهُ** হতে---**الصَّادِقُ النُّوْرُ_** পর্যন্ত । সুনানু ইবনু মাজাহ, শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮৬১। **((উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে মহান আল্লাহর الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (আল আসমাউল**

হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর প্রারম্ভেই "اَللهُ " নামটি দিয়েই আল্লাহ তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর সূচনা হয়েছে ।))

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِلَّهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُوْنَ إِسْمًا مِأَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ (دَخَلَ الْجَنَّةَ /مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (مُسْلِم ـ 2677)

অর্থঃ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হতে হযরত হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন : আল্লাহর নিরা নব্বইটি নাম রয়েছে। যেই উহা মুখস্ত করবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করবে। মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৭৭।

যাহোক, হাদিস শরীফে যতসব তাসবিহ,তাহলীল,যিকির ও দুআ' রয়েছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজের বাহিরে সেইগুলো পড়তে নির্দেশ না দিয়ে ঐগুলোর ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাঁর উম্মতকে ঐ নামগুলো পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে----------

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الكَلاَمِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ (১) اللهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَإِلَهَ إ لاَّ اللهُ وَأَللهُ أَكْبَرُ ـ سنن إبن ماجة (3811)

অর্থঃ-হযরত সামুরতা বিন জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: চারটি বিষয় হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য ।ঐগুলোর যেটি দিয়েই প্রথম আরম্ভ কর তোমার ক্ষতি হবেনা । তা হচ্ছে **سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَإِلَهَ إ لاَّ اللهُ وَأَللهُ أَكْبَرُ ।** সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৮১১ ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَفْضَلُ (২) الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ " ــ سنن إبن ماجة (3800)

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হচ্ছে "**لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ**" আর সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' হচ্ছে "**الْحَمْدُ لِلَّهِ**"। সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৩৮০০ ।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :"أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ ؟" قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ (৩) اللهِ ! أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ : "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ـ مسلم ، (2729)

অর্থঃ-হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "আমি কি তোমাকে **أَحَبَّ الْكَلاَمِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাটি বর্ণনা করব না"? আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি! **أَحَبَّ الْكَلاَمِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাটি আমাকে জানিয়ে দিন । তিনি বললেন: নিশ্চয় **أَحَبَّ الْكَلاَمِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা আল্লাহর নিকট প্রিয় কথাটি হচ্ছে **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ।** মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭২৯।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رسول الله صلي الله عليه وسلم "أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ"، قُلْتُ بَلَى يَا (৪) رَسُوْلَ اللَّهِ . قَالَ:" لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " ــ سنن إبن ماجة (3825)

অর্থঃ-হযরত আবু জার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে বলেছেন: "আমি কি তোমাকে **كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ** (কানযিন মিন কুনুযিল জান্নাত)তথা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার অবহিত করব না? আমি বললাম, হা! ইয়া

রাসুলাল্লাহি, তিনি বললেন: " لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " (" لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " হচ্ছে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার)।

উপরে আমি **১,২,৩.৪** ক্রমিক নামে চারখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি, প্রত্যেকটি হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালার ফলাফল,গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনাই করা হয়েছে । এতে কোন নির্দেশ প্রদান করা হয় নি। বরং উক্ত বাক্য ও শব্দমালা তাসবিহ,তাহমিদ,তাহলীল ও তাকবির হিসেবে পড়তে উৎসাহ দানই করা হয়েছে । অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। ১ নং হাদিস শরীফে প্রথমে **سُبْحَانَ اللهِ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয়ত: **وَالحَمْدُ لِلَّهِ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য, এইরকমভাবে তৃতীয়ত: **وَ لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য ও চতুর্থত: **وَأَللهُ أَكْبَرُ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য বলা হয়েছে । উপরে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালার ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনাই করা হয়েছে ।কিন্তু ঐ পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা পড়তে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি ।

ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় হাদিস শরীফে **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الذِّكْرِ** (আফদালুয যিকির) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الدُّعَاءِ** (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' বলা হয়েছে ।দ্বি তীয় হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালার ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনাই করা হয়েছে । কিন্তু ঐ পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা পড়তে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি ।

ঠিক তেমনিভাবে তৃতীয় হাদিস শরীফে **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَحَبَّ الْكَلاَمِ** (আহাব্বুল কালাম) তথা প্রিয় বাক্য বা কথা বলা কয়েছে । তৃতীয় হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালার ফলাফল,গু ণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনাই করা হয়েছে ।

ঠিক তেমনিভাবে চতুর্থ হাদিস শরীফে **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَحَبَّ كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ** (কানযিন মিন কুনুযিল জান্নাত)তথা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার বলা হয়েছে । চতুর্থ হাদিস শরীফে বর্ণিত পবিত্র বাক্য ও শব্দমালার ফলাফল,গু ণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বই বর্ণনাই করা হয়েছে ।কিন্তু ঐ পবিত্র বাক্য ও শব্দমালা পড়তে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি । অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট কতক আলিম-উলামা মহান আল্লাহ তাআ'লার ৯৯টি পবিত্র সুন্দর-সুন্দর নাম উচ্চারণ করে করে মহান আল্লাহকে ডাকতে বা যিকির করতে উৎসাহিত না করে বরং "**اَللهُ اَللهُ**" আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা বিদআ'ত বলে । এরা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক মুসলিম(অভ্যন্তরীনভাবে কাফির)। কারণ, তারা পবিত্র কুরআনের বিপরীত নির্দেশ দিয়েছে । তারা বলে, **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** নামে বাক্য বা শব্দমালা ছাড়া "**اَللهُ اَللهُ**" আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা বিদআ'ত । কারণ, এরা (বিদআ'ত) শব্দটির অর্থ জানে না । তারা (বিদআ'ত) শব্দটির অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ । (বিদআ'ত) শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত

জানতে অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-৩২৪ থেকে ৩৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য ।

এখানে একটি কথা স্মর্তব্য ও অনুধাবনযোগ্য যে, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম কোন **كَلاَمٌ**(কালাম) তথা বাক্যের সাথে সংযোগ না হলে সেই **كَلاَمٌ**(কালাম) তথা বাক্যটির উচ্চারণে যেমন কোন ছওয়াব বা পুরস্কার নেই তেমনি সেই **كَلاَمٌ**(কালাম) তথা বাক্যটির ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই । যেমন- **سُبْحَانَ** নামে শব্দের সাথে **اللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে **سُبْحَانَ** নামে শব্দের উচ্চারণে কোন ছওয়াব বা পুরস্কার, ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই । ঠিক তেমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে **لاَإِلَهَ إِ لاَّ** নামে বাক্যের বা শব্দমালার সাথে **اللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে, **الْحَمْدُ** নামে শব্দের সাথে **لِلهِ** নামে শব্দ যোগ না করলে এবং **أَكْبَرُ** নামে শব্দের সাথে **اللهُ** নামে শব্দ যোগ না করলে **أَكْبَرُ , الْحَمْدُ , لاَإِلَهَ إِ لاَّ** বাক্য বা শব্দমালার উচ্চারণে কোন ছওয়াব বা পুরস্কার , ফলাফল, গুণাগুন ও ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই । তাই, কোন বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الْكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য, **أَحَبُّ الْكَلاَمِ**(আহাব্বুল কালাম) তথা প্রিয় বাক্য বা কথা, শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الدُّعَاءِ** (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' ও **أَفْضَلُ الذِّكْرِ** (আফদালুয যিকির) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির পদবীভুষিত করতে হলে সেই বাক্য ও শব্দমালার সাথে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম বিশেষকরে **اللهُ** নামে শব্দ যোগ করতে হবে । আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথা বুঝলাম যে, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোরই আসল বা মূল গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব,শক্তি, ফলাফল ও গুণাগুন রয়েছে । আর পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' করা সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত ও হাদিস শরীফ এসেছে সবগুলোর নির্দেশনা হচ্ছে "**اَللهُ اَللهُ**" আল্লাহ আল্লাহ যিকির করার জন্য । সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনের সুরা মুযযাম্মিলের ৮নং আয়াতে বলেনঃ **وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ـ سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ ، الْآيَةُ (08)** (অর্থঃ-আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন, সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত নং-০৮)। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা **وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ** বলে প্রভুর নামের যিকির করতে বলেছেন । অন্যত্র একটি আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং নিজের নামেরই যিকির করতে আদেশ দিয়েছেন । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ-- **(فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ـ سُوْرَةُ الْحجِّ ـ الْأَيَةُ (36))** অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর নাম যিকির(স্মরন) কর । সুরা হজ্ব,আয়াাত নং-৩৬ । এতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে,মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সত্তার নামই যেমন "**اَللهُ اَللهُ**" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ববং তাঁর উম্মতকে আদেশ করেছেন ।কারণ, আল্লাহর নাম তো **سُبْحَانَ اللهِ** নহে, আল্লাহর নাম তো **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** নহে, আল্লাহর নাম তো **الحَمْدُ لِلّهِ** নহে, আল্লাহর নাম তো **أَللهُ أَكْبَرُ** নহে, আল্লাহর নাম তো **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ** নহে এবং আল্লাহর নাম তো **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** নহে, ।যেহেতু **سُبْحَانَ اللهِ , الحَمْدُ لِلّهِ , لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ , أَللهُ أَكْبَرُ** এবং **لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** আল্লাহর নাম নহে বরং এগুলো হচ্ছে তাসবিহ,তাহমিদ,তাহলীল ও তাকবির ইত্যাদির বাক্য ও শব্দমালা সেহেতু **اَللهُ** শব্দটিই হচ্ছে আল্লাহর নাম সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর উম্মত আল্লাহর সত্তার নাম "**اَللهُ اَللهُ**" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করতে আদিষ্ট এবং সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহান আল্লাহ তাআ'লার এটাই কাম্য ও **اَللهُ** শব্দটিই আল্লাহর নাম হিসেবে সর্বদা যিকির করা অধিকতর সহজ । সেই জন্যেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-

(১) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : " لاَنْ أَشْهَدُ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَجْلِسُ أَذْكُرُ اللهَ

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِى سَبِيْلِ اللهِ " (8836) في المعجم الاوسط للطبراني
অর্থঃ-হযরত সাহল বিন সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমি প্রভাতে (ফজর নামাজে) উপস্থিত থেকে সুর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে আমার বসে থাকা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ায় আরোহন করার চেয়ে আমার নিকট প্রিয় ।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৮৮৩৬ ।
তাছাড়া, হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার নিজস্ব একটি আমল থেকেও এই কথা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর উচ্চারণের মাধ্যমেই আল্লাহকে ডেকেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ----------
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ " اللَّهُمَّ لِإِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ (٢) الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ" قَالَتْ :وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ دَلَّنِيْ عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ" قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِّمْنِيْهِ، قَالَ" إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكِ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْئَلِي بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا " قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهَ وَ أَدْعُوكَ الرَّحْمَانَ وَأَدْعُوكَ الرَّحِيْمَ وَ أَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي ـ قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ " إِنَّهُ لَفِى الْأَسْمَاءِ الَّتِى دَعَوْتَ بِهَا" سنن ابن ماجة (3859)
অর্থঃ- হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **" اللَّهُمَّ لِإِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ"** বলতে শুনেছি: তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন: আর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) একদিন বললেন **"হে আয়িশা, তুমি কি জেনেছ যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে এমন একটি নাম অবহিত করেছেন যেই নামে ডাকলে তিনি(আল্লাহ) সাড়া দেন" ,** তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন: আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হউক,আমাকে তা শিখিয়ে দিন, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, **"হে আয়িশা, তোমার জন্যে এটা উচিৎ হবে না যে, আমি তোমাকে উহা শিক্ষা দিই, আর এটাও উচিৎ হবে না যে, তুমি উহা দ্বারা দুনিয়ার কিছু চাও"** । তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন: আমি উঠে ওজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে বলি ,----------
" اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهَ وَ أَدْعُوكَ الرَّحْمَانَ وَأَدْعُوكَ الرَّحِيْمَ وَ أَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي " (অর্থঃ- হে আল্লাহ, আমি আপনাকে(**اللَّهَ**)আল্লাহ বলে ডাকি, (**الرَّحْمَانَ**)রহমান বলে ডাকি,(**الرَّحِيْمَ**)রহিম বলে ডাকি আর আমার জানা-অজানা আপনার সকল **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো দিয়ে আপনাকে ডাকি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন ও আমাকে দয়া করুন । তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বললেন:রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হেসে বললেন,**"ঐ নামটি তুমি যেই নামগুলো দিয়ে ডেকেছ উহার ভিতরই রয়েছে"** । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৩৮৫৯ ।
উপরে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা মহান আল্লাহকে (**اللَّهَ**)আল্লাহ বলে, (**الرَّحْمَانَ**)রহমান বলে,(**الرَّحِيْمَ**)রহিম বলেই ডেকেছেন । উপরে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে একটি সুক্ষ বিষয় এই যে, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা মহান আল্লাহকে (**اللَّهَ**)আল্লাহ নামের সাথে **(حَرْفُ النِّدَاءِ)**হরফু নিদা ছাড়াই শুধু (**اللَّهَ**)আল্লাহ বলেই ডেকেছেন । এতে বুঝা গেল যে, "**اَللّٰهُ اَللّٰهُ** " আল্লাহ আল্লাহ যিকির

বার বার উচ্চারণ করতে **(حَرْفُ النِّدَاءِ)**হরফু নিদা যোগ করা প্রয়োজন নেই । **"اَللهُ اَللهُ "** আল্লাহ আল্লাহ শব্দের সাথে **(حَرْفُ النِّدَاءِ)** হরফু নিদা যোগ করলে **اَللهُ** শব্দকে **يَا اَللهُ** বলে ডাকতে হবে । এইরূপ বলার প্রয়োজন নেই । মহান আল্লাহর **اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর সাথে বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামের সাথে **(حَرْفُ النِّدَاءِ)**হরফু নিদা যোগ করলে তখন **اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামটি **دُعَاءٌ** (দুআ') হিসেবে গন্য আর মহান আল্লাহর **اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর সাথে বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামের সাথে **(حَرْفُ النِّدَاءِ)**হরফু নিদা যোগ না হলে তখন **اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো বিশেষকরে **اَللهُ** (আল্লাহ)নামটি **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' হিসেবে গন্য । আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

<u>আল্লাহর সত্তার নাম "اَللهُ اَللهُ " আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করার ফলাফলঃ</u>

নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ দুখানা অধ্যয়ন করলে আল্লাহর সত্তার নাম "اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করার ফলাফল বুঝতে পারা যাবে ।

عَنْ ابْنِ عَمْرٍوقَال: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاغَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ: غَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ ـ مسند أحمد - (2795)(১)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, যিকরের মাজলিসের লাভ কি? তিনি বললেন: যিকরের মাজলিসের লাভ হচ্ছে জান্নাত । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৯৫ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" "مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ (২) (6931) في المعجم الاوسط للطبراني"

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে সে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি পাবে ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৬৯৩১।

<u>আল্লাহর সত্তার নাম "اَللهُ اَللهُ " আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ না করার অশুভ পরিণতিঃ</u>

নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ দুখানা অধ্যয়ন করলে আল্লাহর সত্তার নাম "اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ না করার অশুভ পরিণতি বুঝতে পারা যাবে ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ : "مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابْنِ آدَمِ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ اللهِ (১) فِيْهَا بِخَيْرٍ إلا خَسَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(8316) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেন: আদম সন্তানের যেই অতিক্রান্ত সময়টুকুতে কল্যাণমূলক **"ذِكْرُ اللهِ"** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' থাকবে না তাতে সে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৮৩১৬।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلاَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ (২) بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهَا " ـ(16608) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ-হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন: জান্নাত বাসীরা তাদের "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির'বিহীন অতিক্রান্ত সময়টুকুর জন্য আফসুস বা দু:খ করবে । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬৬০৮।

أَفْضَلُ الكَلاَم , أَحَبُّ الْكَلاَم , أَفْضَلُ الدُّعَاءِ ও أَفْضَلُ الذِّكْرِ [৮] নামে বাক্য ও শব্দমালার ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত বাক্য ও শব্দাবলী মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম বিশেষকরে **اللهُ** নামে শব্দ যোগ করে পড়লে স্থান, কাল-পাত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে অনেক ছওয়াব হয় । সকল তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ,তাকবির এবং সকল দুআ'র উপর হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর স্থান । আর **أَفْضَلُ الكَلاَمِ , أَحَبُّ الْكَلاَمِ , أَفْضَلُ الدُّعَاءِ ও أَفْضَلُ الذِّكْرِ** নামে বাক্য ও শব্দাবলী সমষ্টিযুক্ত সকল তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তাকবির ওদুআ'সমুহের স্থান হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর স্থানের পর ।
উদাহরণস্বরুপ>>>>>>>>>>>>>> **أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الكَلاَمِ : سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ وَأَللهُ أَكْبَرُ** ، **أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ**<<এইমাত্র উপরে বর্ণিত তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তাকবির ওদুআ'সমুহের স্থান হচ্ছে মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা)তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর স্থানের পর । কারণ, মহান আল্লাহর **الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলো অথবা উক্ত নামগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি নাম বিশেষকরে **اللهُ** নামটি তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তাকবির ওদুআ'নামক বাক্য বা শব্দমালার সাথে যোগ না হলে তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তাকবির ওদুআ'নামক বাক্য বা শব্দমালার কোন মূল্য নেই ।
উপরোক্ত সমস্ত বাক্য ও শব্দাবলী ব্যবহার করে যিকির করার প্রতি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতকে শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদান করেছেন । কোন কোন তাসবিহ,তাহলীল,তাহমিদ, তকবির এবং দুআ'কে **أَفْضَلُ** বা **أَحَبُّ** বলার অর্থ ও উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক যিকিরকে অন্য যিকরের উপর প্রধান্য দেওয়ার জন্য নহে বা এক যিকির দ্বারা অন্য যিকিরকে অবজ্ঞা করার জন্য নহে ।এইরুপ বাক্য ও শব্দাবলী ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্য হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে শুধুমাত্র "ذِكْرُ اللهِ"(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকরে' ব্যস্ত থাকতে উৎসাহ প্রদান করা । তাই, আমাদেরকে জেনে রাখা দরকার যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত যে কোন বাক্য ও শব্দাবলী উচ্চারন দ্বারা আল্লাহর যিকির করলেই তাই পরিপূর্ণ যদিও তা **أَدْنَاهُ** (আদনা)বা নিম্নতম হউক না কেন । যেমন হাদিস শরীফে আছে----------------------------

---

([৮]) **أَفْضَلُ الكَلاَمِ** (আফদালুল কালাম) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা বাক্য, **أَحَبُّ الْكَلاَمِ**(আহাব্বুল কালাম) তথা প্রিয় বাক্য বা কথা, **أَفْضَلُ الدُّعَاءِ** (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' ও **أَفْضَلُ الذِّكْرِ** (আফদালুয যিকর) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর ।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ (١) -- الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعَهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدَهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِي (261)

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ রুকু করে সে রুকুতে তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ** বলবে, এতেই সে তার রুকু পূর্ণ করল, আর এটা হচ্ছে **أَدْنَاهُ** (আদনা) বা নিম্নতম । আর যখন সে সিজদা করবে সে সিজদাতে তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** বলবে, এতেই সে তার সিজদা পূর্ণ করল, আর এটা হচ্ছে **أَدْنَاهُ** (আদনা) বা নিম্নতম । সুনানু তিরমিজি,হাদিস শরীফ নং-২৬১ ।

সেই জন্যেই হাদিস শরীফে **الحَمْدُ لِلّٰهِ** (আল হামদু লিল্লাহ) নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الدُّعَاءِ** (আফদালুদ দুআ') তথা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' বলায় যেমন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন **دُعَاءٌ** (দুআ'গুলো)কে পড়া যাবেনা বা বরং বিদআ'ত বলতে হবে, এইরূপ মন্তব্য করা যাবে না ঠিক তেমনিভাবে হাদিস শরীফে **لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللهُ** নামে বাক্য বা শব্দমালাকে **أَفْضَلُ الذِّكْرِ** (আফদালুয যিকির) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন **"ذِكْرُ اللهِ"** (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির'গুলো পড়া যাবে না বরং বিদআ'ত বলতে হবে, এইরূপ মন্তব্য করা যাবে না। এইরূপ মন্তব্য করা মুর্খতা বা অজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিপরীত মন্তব্যকারী দোযখে প্রবেশের যোগ্য ।

"ذِكْرُ اللهِ" (যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' সম্পর্কে উপরে অল্প কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি ।হাদিস শরীফের গ্রন্থসমুহে আরো অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে । নিম্নে পবিত্র কুরআনের কয়েকখানা আয়াত উল্লেখ করব । নিম্নে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমুহ বিশেষকরে **"ذِكْرُ اللهِ"**(যিকরুল্লাহ) তথা আল্লাহর 'যিকির' প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ১ নং হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করে (**ذِكْرٌ، تَهْلِيْلٌ، تَسْبِيْحٌ، تَكْبِيْرٌ، تَمْجِيْدٌ শব্দমালাগুলোর অর্থ, মর্ম ও প্রয়োগগক্ষেত্রের পার্থক্য বুঝে-উপলব্ধি করে**)) হৃদয় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করার জন্য সম্মানিত পাঠকবর্গকে বিশেষ অনুরোধ করা হল । মহান আল্লাহই তাওফিকদাতা ।

(১) ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ (যিকরুততাহলিল) তথা لاَإِلَهَ اِلاَّ اللهُ যিকির (২) ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ (যিকরু ইসমিজজাত) তথা আল্লাহর সত্তার নাম "اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াঃ

উপরোক্ত শিরোনামে দুটি প্রসঙ্গ রয়েছে ।

(১) ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

(২) ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ (যিকরু ইসমিজজাত) তথা আল্লাহর সত্তার নাম "اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ।

সর্বপ্রথম আমি এখানে (১) ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা আনহু ।

ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির হচ্ছে ইসলাম নামক ধর্মের মুলমন্ত্র । **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ** (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** যিকির হচ্ছে **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ** (কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমা । **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ** (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** যিকরের তিনটি অবস্থা ।(ক) **ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ** (যিকরুততাহলিল) তথা **لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ** যিকিরটি **كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ** (কালিমাতুতাওহীদ)তথা একত্ববাদের বাক্য বা

কালিমাহ ওয়ায় একজন বিধর্মী(হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের লোক) এই কালিমা বা বাক্য পড়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে মুসলিম নাম ধারণ করে । এই কালিমা হচ্ছে যে কোন বিধর্মী লোকের ইসলাম ধর্মে প্রবেশের ব্যাবস্থা ।

* كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহর প্রথম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল এই كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ বিশ্বাস করে যে কোন বিধর্মী লোক এই কালিমা উচ্চারণ করলেই তাৎক্ষণিকভাবে সে এই কালিমার ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায় ।

* كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহর দ্বিতীয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল এই কালিমা বেশী বেশী যিকির করলে মুনাফিক মুসলিমের বা কপট মুসলিমের অন্তর-হৃদয় থেকে মুনাফিকি তথা কপটতা দূর কয়ে যাবে ।

* كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহর তৃতীয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল এই কালিমা বেশী বেশী যিকির করলে একজন সত্যিকার মুসলিম মানুষের অন্তর-হৃদয় থেকে দুনিয়াবী তথা পার্থিবসংক্রান্ত অপবিত্রতা-কলুষতা যেমন লোভ,ক্ষোভ,হিংসা,বিদ্বেষ,পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি কু-রিপুগুলো বিদূরীবুত হয়ে যাবে ।

উপরন্ত, এই كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ বেশী বেশী বার বার উচ্চারণ করলে ছওয়াবও লাভ হবে ।

এই কালিমার ফলাফল হল এই যে, এই كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের বাক্য বা কালিমাহ পড়া বন্ধ হয়ে গেলে তখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । যেমন হাদিস শরুফে আছেঃ--

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالُ فِى الْأَرْضِ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ مسند أحمد (14041) অর্থঃ-হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: পৃথিবীতে لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ বলা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৪১ ।

এখন আমি এখানে (২) ذِكْرُ إِسْمِ الذَّاتِ (যিকরু ইসমিজজাত) তথা আল্লাহর সত্তার নামের যিকির (("اَللهُ اَللهُ" আল্লাহ আল্লাহ যিকির)) বার বার উচ্চারণ করার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । একজন বিধর্মী(হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রীষ্টান ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের লোক) كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ (কালিমাতুতাওহীদ) তথা একত্ববাদের কালিমা বা বাক্য পড়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে মুসলিম নাম ধারণ করে إِسْمُ ذَاتِ اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি) তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটির যিকির বা স্মরণে আত্মনিয়োগ করলে তার অন্তর-হৃদয়ে দুনিয়াবী তথা পার্থিবসংক্রান্ত বিষয়ে অনাসক্তি জন্ম লাভ করবে

* إِسْمُ ذَاتِ اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি) তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটি হচ্ছে মহান আল্লাহর الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (আল আসমাউল হুসনা) তথা সুন্দর-সুন্দর নামগুলোর অন্তর্ভুক্ত সর্বপ্রথম সুন্দর ও সহজ নাম । اَللهُশব্দটি হচ্ছে إِسْمُ ذَاتِ اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি) তথা আল্লাহর সত্তার নাম। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং নিজেই তাঁর সর্বপ্রথম নিজস্ব নাম اَللهُ নামটিকে সুন্দর বলেছেন সেহেতু এই নামটিকে যেই মুসলিমই বার বার উচ্চারণ করবে মহান আল্লাহর নিকট সে ততই প্রিয় হবে ।

* إِسْمُ ذَاتِ اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি) তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটির যিকির বা স্মরণ বার বার উচ্চারন করার প্রথম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হল যেহেতু إِسْمُ ذَاتِ اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি) তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটির যিকির বা স্মরণ বার বার উচ্চারন করার ফলে একজন সত্যিকার মুসলিম মানুষের অন্তর-হৃদয়ে দুনিয়াবী তথা পার্থিবসংক্রান্ত বিষয়ে অনাসক্তি জন্ম লাভ করে ফলশ্রুতিতে তার উপর اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি) তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটির যিকির বা স্মরণের প্রতিক্রিয়ায় সে মহান আল্লাহর প্রতি এত বেশী মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, তখন সে বাহ্য**ত পাগলরূপ** ধারণ করে অথবা

বাহ্যত তার **মস্তিস্ক বিকৃতি** প্রদর্শিত হয়,বাস্তবে তা নয়। তার বর্তমান এই অবস্থাকে **মাজযুব** বলে। মাজযুব বলতে আল্লাহর প্রতি তার অধিক আকর্ষিত অবস্থা । যেমন হাদিস শরীফে তার এই অবস্থার সমর্থনে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ০৪টি(চারটি) বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " أَيْنَ السَّابِقُوْنَ ؟ قَالُوْا : مَضَى نَاسٌ و تَخَلَّفَ نَاسٌ قَالَ: " أَيْنَ السَّابِقُوْنَ الَّذِيْنَ يَسْتَهْتِرُوْنَ بِذِكْرِ اللهِ ؟ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ " –(16742) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত মুআ'জ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: যখন আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে (কোন এক রাস্তায়) চলতেছিলাম এমনি সময়ে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: কোথায় **السَّابِقُوْنَ** (সাবিকুনগণ)তথা অগ্রগামীগণ, তারা(সাহাবীগণ)বললেন: কিছু মানুষ অতিক্রম করে চলে গেছে আর কিছু মানুষ পিছনে রয়ে গেছে, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: কোথায় **السَّابِقُوْنَ** (সাবিকুনগণ) তথা অগ্রগামীগণ যারা আল্লাহর যিকরে অধিক অনুরাগী(মাহাবিষ্ট) হয়ে পড়ে আছে? যে চায় জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে সে বেশী বেশী যিকির করুক । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৭৪২ ।

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالَ: اللَّذِيْنَ يُهْتَرُّونَ فِى ذِكْرِ اللهِ ـ مسند أحمد - (8406)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কারা? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন:(তারা) হচ্ছে যারা আল্লাহর যিকরে অধিক অনুরাগী (মোহাবিষ্ট) হয়ে পড়ে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৪০৬ ।

(৩) عَن أبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ ، قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ،قَالَ " الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِى ذِكْرِ اللهِ يَضَعُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا "سنن الترمذي (3596)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। তারা(সাহাবীগণ)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, **الْمُفَرِّدُوْنَ** (আল-মুফাররিদুন) কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন:(তারা)হচ্ছে যারা আল্লাহর যিকরে অধিক অনুরাগী (মাহাবিষ্ট), আল্লাহ তাদের থেকে কিয়ামত দিবসে বোঝা হালকা করে দেবেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৯৬ ।

(8) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،أَنَّهُ قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُوْنَ ـ مسند أحمد، (11853)+(11832) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ

অর্থঃ- হযরত আবু সঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: তারা(মানুষেরা)পাগল বলা পর্যন্ত বেশী বেশী আল্লাহর যিকির কর । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৮৩২+১১৮৫৩ ।

যাহোক, যিকিরকারীর এই মোহাবিষ্ট অবস্থাকে **فَنَاءٌ فِى اللهِ** (ফানা ফিল্লাহ) আল্লাহতে বিলীনাবস্থা বলে । এমতাবস্থায় মোহাবিষ্ট মুসলিম বান্দাটির নিজস্ব অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়,তখন সে সাংসারিক জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে । এর পর একটি পর্যা বা স্তর পার হলে সে তখন **فَنَاءٌ فِى اللهِ**

(ফানা ফিল্লাহ) আল্লাহতে বিলীনাবস্থা থেকে بَقَاءٌ بِاللهِ (বাকাবিল্লাহ) তথা স্থায়ীত্ব (পূর্বের জীবনাবস্থায় ফিরে যাওয়ার অনুভূতির জাগরন) লাভ হয় । **মুসলিম মানুষটি** সাধারণ হলে এমতাবস্থায় সে পুন্যবানদের অন্তর্ভূক্ত একজন সৎ বান্দায় পরিনত হয়। মুসলিম মানুষটি আলিম হলে এমতাবস্থায় সে সাধারণ বক্তা,ওয়াজিনের স্তর অতিক্রম করে মুসলিম মানুষকে হিদায়াতের উন্নতস্তরে পরিচালনা করতে اَلْهَادِيِ (আল-হাদী) তথা পথপ্রদর্শকের মর্যাদা লাভ করে।

মানুষকে হিদায়াত করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পর দুই শ্রেণির লোকই কাজ করে থাকে। সাধারন স্তরের লোককে ওয়ায়েজিন বা উপদেশ দানকারী বলা হয়। তারা প্রথম শ্রেণির লোক। তারা সাধারণত লোকদিগকে বিভিন্ন উপেখ্যান, ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ করে থাকেন এবং সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে ধর্মের লোকদিগকে আহবান করে থাকে। তাদের উপদেশে জনগণ সাময়িকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থকেন। তবে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হয় না। আর দ্বিতীয় স্তরের ব্যাক্তিগণকে اَلْهَادِيِ (আল-হাদী) তথা পথপ্রদর্শক বলে। তাদের উপদেশ জনগণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এ লোকদের স্তরটি হচ্ছে সূক্ষ্ণ স্তর। এইসূক্ষ্ণ স্তরটিতে যখন মুসলিম মানুষ যিকির-আযকারের (إِسْمُ ذَاتِ اللهِ [ইসমু জাতিল্লাহি]তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটির) বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে যে কেউ অত্যাধিক ইবাদতে কঠিন রিয়াজত-সাধনা করে ফরজ-নফল ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে صِبْغَةَ اللهِ (সিবগাতাল্লাহ) তথা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়ে **(মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণের [রাদিআল্লাহু আনহুম] প্রশংসায় বলেনঃ (138) صِبْغَةَ اللَّه ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه صِبْغَةً تت سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ الْأَيَةُ আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ কচ্ছি,। আল্লাহর রং এর চাইতে সুন্দর [উত্তম] রং আর কার হতে পারে । সুরা আল বকারা,আয়াত নং-১৩৮।)** গুণ, জ্ঞান ও শক্তির উচ্চস্তরে পৌঁছেন তখন মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায় । তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় থাকেনা ।এমতাবস্থায় বান্দা নিজ স্থানে অবস্থান করেই সারা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পারেন,ধরতে পারেন,শুনতে পারেন এবং সারা বিশ্বের সব যায়গায় মূহুর্তে যেতে পারেন ও উপস্থিত থাকতে পারেন । এই উন্নত স্তরের মুমিন মানুষকেই হাজির-নাযির হিসেবে অভিহিত করা হয় । সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেও হাজির-নাযির বলা হয়ে থাকে ।"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"**(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন কাল পর্যন্ত সময়কালীন শতাব্দীসমূহের)**সর্বনিকৃষ্ট আলিম-উলামাগণ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরে পৌঁছতে অপরাগ ও অক্ষম বিধায় তারা গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে অস্বীকার করে এবং গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরকে اَلشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহ তাআ'লার সাথে اَلشِّرْكُ (শিরক) তথা অংশীদারিত্ব স্থাপন বলে অভিহিত করে । অথচ গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তর হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিআ'মত । গুণ, জ্ঞান ও শক্তির এই উচ্চস্তরের আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকেই وَلِيُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলে । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দুটি হাদিস শরীফ (হাদিসে কুদসী) এখানে উল্লেখ করে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফখানা এই --

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"– –

اِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِیْ وَلِیًّا فَقَدْ أٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَیَّ عَبْدِیْ بِشَیْئٍ اَحَبَّ اِلَیَّ مِمَّا" اِفْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَمَا یَزَالُ عَبْدِیْ یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰی اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِیْ " یَبْصُرُ بِهٖ وَیَدَهُ الَّتِیْ یَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِیْ یَمْشِیْ عَلَیْهَا

(অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন :যে আমার ব›দ্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",।বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।)

আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানীতে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা দেওয়া হল ।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عأَهَانَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ اِنَّ عَبْدِيْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِيْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِيْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ عَلَيْهَا – (9352) في المعجم الاوسط للطبراني (প্রথম হাদিস শরীফখানা এই)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত,: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",।আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২ ।

এই স্তরের মুসলিম মানুষটি সৃজনশীল গুণসম্পন্ন ([9]) মানুষে পরিনত হয়।এই স্তরটি অর্জন করতে একজন মুসলিম মানুষকে সত্যিকার আধ্যাত্মিক ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন শিক্ষক,পীরের হাতে **بَيْعَةٌ** (বাইআ'ত) বা শপথ করতে হবে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে হবে) ।

উপরন্তু, এই **إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির যিকির বা স্মরণ বেশী বেশী বার বার উচ্চারণ করলে ছওয়াবও লাভ হবে।

এই এই **إِسْمُ ذَاتِ اللهِ** (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম **اَللهُ** শব্দটির পড়া বন্ধ হয়ে গেলে তখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । যেমন হাদিস শরুফে আছেঃ----------------------

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم: لاَ تَقُوْمُ السَاعَةُ حَتّى لاَ يُقَالَ فِى الْأَرْضِ اَللهُ اللهُ – (8) (10225+12225) - مسند أحمد

([9]) **সৃজনশীল গুণসম্পন্ন** বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তাতি জানতে "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-৩৪১ ও **উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ** পৃষ্ঠা নং-৪৭৯ দ্রষ্টব্য ।

অর্থঃ- হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: পৃথিবীতে اللهُ اللهُ বলা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১০২২৫+১২২২৫ ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় ও স্মর্তব্য যে, সত্যিকার আধ্যাত্মিক ও সৃজনশীল গুণসম্পন্ন শিক্ষক,পীরের হাতে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ না করে(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ না হয়ে) একজন মুসলিম মানুষ যদি ذِكْرُ التَّهْلِيْلِ (যিকরুততাহলিল) তথা لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ যিকিরটি এবং إِسْمُ ذَاتِ اللهِ (ইসমু জাতিল্লাহি)তথা আল্লাহর সত্তার নাম اَللهُ শব্দটির যিকিরটি বেশী বেশী বার বার উচ্চারণ করলে ছওয়াব লাভ হবে সত্য কিন্তু যিকরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আধ্যাত্মিক ও সৃজনশীল গুণটি কখনো অর্জন হবে না । মহান আল্লাহই ভাল জানেন ও সমধিক জ্ঞাত।

উপসংহারঃ (১) اَلتَّوْبَةُ (তাওবা)তথা [গুনাহ থেকে] ফিরে আসা ও অনুতাপ-অনুশোচনা করা ও اَلْإِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা এবং ذِكْرُ اللهِ (যিকরুল্লাহি)তথা আল্লাহর স্বরণ প্রসঙ্গ >> পৃষ্ঠা নং- ৫২৪ থেকে পৃষ্ঠা নং-৫৬৫ পর্যন্ত সমাপ্ত হল।

<u>সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার নমুনা-নিদর্শন প্রসঙ্গ (অতিরিক্ত) পৃষ্ঠা নং- ৫৬৭ দ্রষ্টব্য ।</u>

সতর্কতাঃ মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখা মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখলেই এবং নিজ নিজ ঘরে পরিবার-পরিজন,সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সভা-সমিতিতে, ওয়াজ-মাহফিলে, সেমিনার-সম্মেলন ইত্যাদিতে শ্রোতাদের সাথে, নিজ এলাকায় মসজিদে , নিজ মহল্লায়-নিজ গ্রামে মুসলিম জনগণের সাথে, নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে কোন আলোচনা -পর্যালোচনা করলেই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে ধরে রাখা হল ।

" كَشْفُ الْمُبْهَمِ" (কাশফুল মুবহাম) বইটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিনা মূল্যে পেতে হলে Website এ প্রদত্ত Registration Form যথাযথ পূরণ করে ১৫০ টাকা হাদিয়া প্রদান সাপেক্ষে প্রেরন করা হবে।

বইটির নামঃ

" كَشْفُ الْمُبْهَمِ" (কাশফুল মুবহাম) [আলা দও'ই (عَلَى ضَوْءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وأَلْجَمَاعَةِ) আহলিসসূন্নাহ ওআল জামাআ'ত](আহলুসসূন্নাহ ওআল জামাআ'তের আলোকে)

▓ "জটিল বিষয়ের সমাধান" ▓

বইটির পৃষ্ঠার পরিমাণঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা, বইটির হাদিয়া/মূল্যঃ ৭৫০ টাকা, বইটির কাগজের পাতাঃ অফসেট পেপার, টাকা পাঠানোর বিকাশ নাম্বারঃ ০১৯১১৭৫০৬২৭ ।

Website : www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net

<u>সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার নমুনা-নিদর্শনঃ</u>

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর প্রতি তাঁর সাহাবীগণের ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা, ভক্তি-শদ্ধা কেমন ছিল উহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অনুসন্ধান করা বৃথা। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সাহাবীগন তাঁদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সামান্যতম ইশারায় তাঁদের জান-মাল ও প্রিয়জন এক কথায় যথাসর্বস্ব কুরবান করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন এবং তা করেও দেখাইয়েছেন।

ক. যে রাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার জন্য কোরাইশগন স্থির করল সে রাতে হজরত আলী মোরতাজা রাদিআল্লাহু আনহু নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিছানায় শয়ন করলেন এবং এরূপে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে হিজরতের সুযোগ দিলেন।

খ. হিজরতের সময় ছওর গিরি-গুহায় প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু সাপের গর্ত নিজের পা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সাপের দংশনে হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু কাতর হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিদ্রা ভঙ্গের আশংকায় তাঁর মোবারক নিজ কোল হতে সরালেন না।

গ. ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের প্রতি বৃষ্টির ন্যায তীর বর্ষিত হচ্ছিল তখন সাহাবীগণ তাঁদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে ব্যুহ রচনা করে বেষ্টন করে রেখেছিলেন। যার ফলে শত্রুদের তীরে কোন কোন সাহাবীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

ঘ. কোরাইশ-দূত ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ ছাকাফী তাঁর মুসলমান হওয়ার পূর্বে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরাইশদের নিকট যেয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর প্রতি সাহাবীকেরামগণের ভক্তি-শ্রদ্ধার যে চিত্র এঁকেছিলেন তা এখানে তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করা হল।

" اَىْ قَوْمِ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرٰى وَنَجَّاشِى وَاللّٰهِ مَارَاَيْتُ مَلِكً قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللّٰهِ اِنْخَمْ نُخَامَةً اِلاَّ وَقَعَتْ فِىْ كَفِّ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَه، وَجِلْدَه، وَاِذَا مَا يُعَظِّمُ اَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوْا اَمْرَه، وَاِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْتَ عَلَى وَضُوْئِهِ وضِاِذَا تَكَلَّ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَه، وَ مَا يُحِدُّوءنَ اِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيْمًا لَهُ "

(অর্থঃ- "হে জাতি ! আল্লাহর শপথ , আমি তোমাদের দূত হিসেবে রোমের সম্রাট, ইরানের শাহানশাহ এবং আবিসিনিয়ার রাজ-দরবারে গিয়েছিলাম; আল্লাহর শপথ, কোন রাজা-বাদশাহ্র প্রতি তাঁর প্রজা বা সভাসদগণকে এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে দেখিনি যে রূপ মুহাম্মদের সাথীগণ মুহাম্মদকে করে থাকে। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করে থাকেন , তখন তাঁরা কার আগে কে করবে তা নিয়ে হুড়াহুড়ি করতে থাকে। যখন তিনি ওজু করেন তখন তাঁরা তাঁর অজুতে ব্যবহৃত লয়ে কাড়াকাড়ি করতে আরম্ভ করে, আর যখন তিনি কথা বলেন ,থাঁরা চুপ করে থাকে। তাঁর সম্ভ্রমে তাঁরা তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিও করতে সাহস পায় না"।)

ক্রমশঃ চলবে ।

পরবর্তীতে নামাজ,রোজা,গিবত, লোভ,ক্ষোভ আল হাসানুল খুলক তথা সুন্দর চরিত্র নাম ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ-নসিহতসম্বলিত ২য় খন্ড প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।